NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ প্রথম দফায় বিজেপি কুপোকাত, এই দফায় দফারফা হবে: অভিষেক

সাধারণের সঙ্গে লাইনে মিঠুন, ধন্যবাদ জানালেন কমিশনকে ৩

কলকাতা ৩০ এপ্রিল ২০২৬ ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.04.2026, Vol.19, Issue No. 318, 8 Pages, Price 3.00

দেশে সর্বকালীন রেকর্ড ভোট বাংলায়

দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার ছাড়াল ৯২. ৮৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ ভোটের হারের রেকর্ড গড়ে ফেলল পশ্চিমবঙ্গ। সম্পূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের পাশাপাশি ভোটদানের হারের নিরিখও প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফার ভোটেও নজির গড়ল রাজ্য। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দ্বিতীয় দফায় মোট ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯২. ৮৫ শতাংশ। এই হার আরও বাড়তে পারে। এর ফলে দু'দফা মিলিয়ে রাজ্যে ভোটদানের হার নতুন উচ্চতায় পৌঁছল।

দ্বিতীয় দফায় মোট ভোটার ছিলেন ৩ কোটি ২১ লক্ষের বেশি। সেই নিরিখে বিপুল সংখ্যক ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। দু'দফা মিলিয়ে মোট ভোটদানের হার এখন ৯০ শতাংশের অনেকটাই উপরে, যা ইতিমধ্যেই ২০১১ সালের ৮৪.৩৩ শতাংশের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। মনোরম আবহাওয়ায় ১৪২ টি আসনেই সকাল থেকে বুথে বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন ছিল চোখে পড়ার মত। বেলা গড়ালেও সেই লাইন খুব একটা ছোট হয়নি। এমনকি সন্ধ্যে ছটায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট শেষ হওয়ার সময়ও বহু ভোটকেন্দ্রের সামনে ভোটারদের ভিড় চোখে পড়েছে।

প্রথম দফায় চূড়ান্ত ভোটদানের হার ছিল ৯৩.১৩ শতাংশ। দ্বিতীয় দফাতেও ৯১ শতাংশের বেশি ভোট পড়ায় সামগ্রিকভাবে এই নির্বাচন রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের নজির গড়ল। ভোট দানের হার আরও কিছুটা বাড়তে পারে। ভোটদানের এই বিপুল হারে সন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, স্বাধীনতার পর প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে এবারই রাজ্যে সর্বোচ্চ ভোটদানের হার নথিভুক্ত হয়েছে। বাংলার এই বিপুল জনঅংশগ্রহণকে তিনি 'ভোটের উৎসব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব' বলেই উল্লেখ করেছেন। বাংলার মানুষ যেভাবে গরম ও বিভিন্ন

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দলে দলে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার। তাঁর কথায়, এই অংশগ্রহণ সারা দেশের কাছে এক বড় দৃষ্টান্ত।

নির্বাচন কমিশনের দাবি, কঠোর নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পেরেছেন। এই নজিরবিহীন ভোটদানকে গণতন্ত্রের জয় হিসেবেই দেখছে কমিশন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান, তাতে দ্বিতীয় দফায় সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে পূর্ব বর্ধমানে। সবচেয়ে কম পড়েছে কলকাতা দক্ষিণে।

সন্তোষ প্রকাশ মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটে উচ্চ হারে ব্যাপক সন্তোশ প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় বিকেল পর্যন্ত প্রায় নব্বই শতাংশ ভোট পড়ার প্রেক্ষিতে তিনি এটিকে ইতিবাচক বলেই ব্যাখ্যা করেছেন।

মোদীর বক্তব্য, 'গত ছয়-সাত দশকে এমন পরিস্থিতি কল্পনা করা কঠিন ছিল। মানুষ এখন ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট দিচ্ছেন। এটি দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রের শক্তির প্রমাণ।' তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। তাঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সেই অধিকার প্রয়োগ করছেন।' উচ্চ ভোটের হারকে তিনি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাফল্য হিসেবে দেখছেন।

'দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবো'

'ভিক্ট্রি' দেখিয়ে জয়ে আশাবাদী, বাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে ভবানীপুরে ভোট দিতে এসে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল চারটে নাগাদ মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, দিনভর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে, বহু জায়গায় দলীয় এজেন্টদের বুথ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে, এমনকি মহিলা ও শিশুদের উপরও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

ভোটকেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'এটা কি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন?' তাঁর দাবি, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এমন পরিস্থিতির সাক্ষী তিনি হননি। ১৯৮৪ সালে প্রথম নির্বাচনী লড়াই থেকে শুরু করে বর্তমান সময়, এই পর্বে এমন অভিজ্ঞতা আগে হয়নি বলেই জানান তিনি। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যেও আত্মবিশ্বাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে।

দিনের শুরু থেকেই ভবানীপুরে সক্রিয় ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সকালে কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে চেতলায় যান, পরে একাধিক বুথ পরিদর্শন করেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। চক্রবেড়িয়ার একটি বুথের বাইরে কিছুক্ষণ বসেও ছিলেন তিনি। সেখানেই অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও বাইরের পর্যবেক্ষকেরা বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন এবং ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, নদিয়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ একাধিক জেলায় মঙ্গলবার রাত থেকেই তৃণমূল কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রানাঘাট, কল্যাণী, বাগদা, আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিমে দলীয় এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমার পাড়ায় ঢুকে মেয়েদের মেরেছে, বাচ্চাদেরও ছাড়া হয়নি।'

কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাতেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বাহিনীর কাজ সীমান্ত রক্ষা করা, কিন্তু তারা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব করছে। ভবানীপুরে বহু বুথে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি দেখা গিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি কলকাতার কয়েকটি থানার ওসির বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে, এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি।

রাজ্যের ইতিহাসে বিরল

রক্তপাতহীন বিধানসভা নির্বাচন

বিক্ষিপ্ত অশান্তি ভবানীপুর, ভাঙড়, গোঘাট, বালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল রক্তপাতহীন বিধানসভা নির্বাচন। ভোট দানের গড়ে জাতীয় রেকর্ড। এই জোড়া কৃতিত্বের স্বীকৃতি মিলেছে খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছ থেকে। কাজেই দ্বিতীয় দফার ভোটের শেষে একই সঙ্গে সন্তুষ্ট ও আত্মবিশ্বাসী রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটের পর সাংবাদিকদের কাছে তার মন্তব্য, 'নির্বাচন রকেট সায়েন্স নয়। সঠিক পরিকল্পনা ও সমন্বয় থাকলে তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা সম্ভব।'

এদিন দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে প্রায় ৪১ হাজার বুথে ভোটগ্রহণ হয়েছে এবং সামগ্রিক ভোটদানের হার পৌঁছেছে ৯২.৪৭ শতাংশে। প্রথম দফার সঙ্গে একপ্রকার প্রতিযোগিতা চলেছে দ্বিতীয় দফার। সারাদিনে মোট ৬৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে নির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার ১৯ জন। পূর্ব বর্ধমান ও ব্যারাকপুরে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেশি। তবে এত কিছুর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য বিষয়- এ বারের ভোটে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি, হয়নি কোনও বিস্ফোরণও। অতীতের নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা টেনে তিনি স্পষ্ট করেন, এই দিক থেকে ২০২৬ একেবারেই ব্যতিক্রমী।

যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগশূন্য ছিল না নির্বাচন। ইভিএমে টেপ লাগানোর অভিযোগ উঠেছে মোট ৭৭টি ক্ষেত্রে, যার মধ্যে ফলতা, মোরাহাট ও ডায়মন্ড হারবার উল্লেখযোগ্য। কিছু জায়গায় ভোট এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগও এসেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, 'আমাদের ভুলভ্রান্তি ছিল, সেগুলো ওভারকাম করার চেষ্টা করছি', এবং ভবিষ্যতে এই ত্রুটি থেকে শিক্ষা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

কিছু বুথে পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং ব্যারাকপুর অঞ্চলে। পাশাপাশি তিনি জানান, প্রায় ৯৫ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং লাইনে থাকা বাকি ভোটারদের ভোট নেওয়া চলছিল, যার উপর কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি নজর রাখা হয়। রাজনৈতিক হিংসা না হওয়াকে সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরে তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলকেও কৃতিত্ব দেন। তাঁর মতে, 'রাজনৈতিক মৃত্যু হলে রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতো', সেই জায়গায় এ বার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম, প্রশাসনিক কর্মী, নিরাপত্তা বাহিনী থেকে শুরু করে সাধারণ ভোটার-সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এই নির্বাচন আসলে 'একটা উৎসব', যেখানে মানুষের অংশগ্রহণই সবচেয়ে বড় শক্তি।

উল্লেখ্য, প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও মোটের উপর নির্বিঘ্নেই মিটেছে ভোট। সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত ভোটদানে ১৪২টি আসনের কোথাও কোনও বড় রকমের অশান্তির খবর মেলেনি। বিক্ষিপ্ত অশান্তি, গোলমাল অবশ্যই হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশের চেষ্টায় কিছু ক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিকও হয়েছে।

শেষ দফায় রাজ্য তথা দেশের নজর ছিল ভবানীপুর কেন্দ্রে। কারণ, যুযুধান দুই প্রার্থী। কিছু ক্ষণের জন্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ভোটের ভবানীপুর। লাঠিচার্জ করতে হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। তার পর আর বিশেষ গন্ডগোল দেখা যায়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েও তা-ই। আইএসএফ প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে দেখে বিক্ষোভ দেখান শাসকদলের কর্মীরা। তবে ওই পর্যন্ত। ভোটের সময় ভাঙড়ের চেনা ছবি এ বার একেবারেই চোখে পড়েনি। মোটের উপর বিকেল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ভোট হয়েছে ওই বিধানসভায়। হুগলির গোঘাটে কিছুক্ষণের জন্য অশান্তি হয়েছিল। সেখানেও প্রশাসন, বাহিনীর চেষ্টায় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়।

এক্সিট পোল

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ সমীক্ষাতেই বিজেপি এগিয়ে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জাদুসংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেছে। কোনও কোনও সমীক্ষায় আবার তৃণমূল এগিয়ে রয়েছে। তবে সর্বত্রই বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বুথফেরত বা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা মেলে না। তবে মিলে যাওয়ার কিছু উদাহরণও রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষার ফল নিম্নরূপ

মোট আসন (২৯৪)

	তৃণমূল	বিজেপি	অন্যান্য
চাণক্য	১৩০-১৪০	১৫০-১৬০	৬-১০
পিপলস পালস	১৭৮-১৮৯	৯৫-১১০	১-৪
ম্যাট্রিজ	১২৫-১৪০	১৪৬-১৬১	২-৫
পি-মার্ক	১২৮-১৩৮	১৫০-১৭৫	২-৫
প্রজা পোল	৮৫-১১০	১৭৮-২০৮	০-৫
পোল ডায়েরি	৯৯-১২৭	১৪২-১৭১	৫-৯

কালীঘাটে ধুন্ধুমার, উত্তেজনা ভবানীপুরে

বিক্ষিপ্ত অশান্তির মাঝেই জয়ের অঙ্ক কষলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের দিনেই কালীঘাট চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্লোগান আর পাল্টা স্লোগানে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এলাকায় পৌঁছতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। 'চোর চোর' থেকে 'জয় বাংলা'-বিভিন্ন স্লোগানে সরব হন একাংশ। জবাবে তাঁর সমর্থকদের মুখে শোনা যায় 'জয় শ্রীরাম', 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই'।

পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে উঠলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। অভিযোগ, লাঠিচার্জ করা হয়, বন্দুক উঁচিয়ে এলাকায় ঢোকে বাহিনী। এই আবহেই শুভেন্দুর মন্তব্য ঘিরে নতুন বিতর্ক, 'যাঁরা জয় বাংলা বলছেন, তারা বাংলাদেশি মুসলমান'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, 'ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছিল। উনি লাইন ধীর করে দিচ্ছিলেন, উত্যক্ত করছিলেন।' তাঁর বক্তব্য, 'কোনও আক্রমণ হয়নি, উনিই প্ররোচনা দিয়েছেন।' এর মাঝেই শুভেন্দুর আরেক মন্তব্য পরিস্থিতি আরও উস্কে দেয়। তিনি বলেন, 'এরা ভোটার নয়, বহিরাগত।' উত্তেজনার মাঝে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যান।

অন্যদিকে, এদিন ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানীপুরে টানটান পরিস্থিতি তৈরি হয়। এলাকায় ভিড় জমার খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছে যায় কলকাতা পুলিশ। তাদের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়, একসঙ্গে চারজনের বেশি কোথাও জমায়েত করা যাবে না। সেই সতর্কবার্তাই দেওয়া হয় কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ উপস্থিত কয়েকজনকে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'আজকের দিনের জন্য বলছি, চারজনের বেশি কোথাও বসা চলবে না। বুথের আশপাশে ভিড়

হলে সমস্যা বাড়বে।' তবে এই নির্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কার্তিক। তাঁর কথায়, 'এটা আমাদের পাড়া, আমরা শান্তভাবে বসেছিলাম। এখানে কোনও গোলমালই নেই।' তিনি আরও অভিযোগ তোলেন, 'গতকাল থেকেই অযথা চাপ তৈরি করা হচ্ছে। পরিবারের লোকজন আতঙ্কে আছে, কারও বিরুদ্ধে হঠাৎ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সেই ভয় কাজ করছে।' পাশাপাশি তাঁর দাবি, এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে অকারণে ভীত করা হচ্ছে।

দুপুরে এলাকায় ঢুকতেই শুভেন্দুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। শাসক দলের সমর্থকদের স্লোগানে পরিস্থিতি দ্রুত অস্থির হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই উত্তেজনার মধ্যেই নিজের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সুর শোনালেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর বক্তব্য, 'ভবানীপুরে ৮০ শতাংশ ভোট পড়লেই আমি নিশ্চিত জিতব। আর যদি ৯০ শতাংশ ছোঁয়, তাহলে ব্যবধান আরও বাড়বে।' তিনি আরও দাবি করেন, '৭৭ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া বাকি সব জায়গাতেই আমরা এগিয়ে থাকব।'

দরকার হলে গোটা বিধানসভায় রিপোল হবে: সিইও

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফলতায় একাধিক বুথে ইভিএম কারচুপির অভিযোগে কড়া কমিশন। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, দরকার হলে গোটা ফলতা বিধানসভাতেই রিপোল হবে। অবজারভারদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখছে কমিশন। বহু বুথে অনিয়মের অভিযোগ এলে, গোটা বিধানসভাতেই রিপোল হবে বলে জানিয়েছেন মনোজ।

মনোজ বলেন, 'যেখানে যেখানে টেপ পাওয়া গিয়েছে, ওয়েব কাস্টিংয়ে দেখেছি, যা অবজারভার রিপোর্ট এসেছে, ওখান জিরো টলারেন্সে পদক্ষেপ করা হবে। আমরা আগাম বললাম, এই জায়গা ছাড়াও যেখানে যেখানে পাওয়া যাবে রিপোল হবে।' যেখানে আতর পাওয়া গিয়েছে, সেখানেও রিপোল হবে। ফলতার ২৫২, ২৩৫,২২৬, ১৮৬, ২৪১ বুথে আতর লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে রিপোর্ট চেয়েছেন কমিশন। সিইও জানিয়েছেন, ডিটেল রিপোর্ট এলে সত্যি প্রমাণিত হলে রিপোল হবে। মগরাহাট থেকেও একই অভিযোগ উঠেছে।

'ঐতিহাসিক জয়ের হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি'

লখনউ, ২৯ এপ্রিল: পাঁচ রাজ্যের ভোটে 'ঐতিহাসিক জয়' পাবে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্বের মাঝে এমনটাই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধু তা-ই নয়, বিহারের ভোট এবং গুজরাতের পুরসভা-পঞ্চায়েত ভোটের উদাহরণ টেনে তাঁর দাবি, এ বারে জয়ের হ্যাটট্রিক করবে পদ্মশিবির। পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। বুধবার সকালে বারাণসীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ পূজার মাধ্যমে দিন শুরু করেন তিনি।

এদিন উত্তরপ্রদেশের হরদই থেকে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেন মোদী। সেখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিনটিকে গণতন্ত্রের উৎসবের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন বলে ব্যাখ্যা করেন তিনি। বুধবারের ভোটপর্ব নিয়ে মোদী বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটদানের খবর আসছে। প্রথম দফার মতোই বহু সংখ্যক জনতা ভোটদানের জন্য বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন। লম্বা লম্বা লাইনের ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। গত ছয়-সাত দশকে যা হয়নি, যা কল্পনাও করা যেত না, এ বার সেটাই হচ্ছে। ভয়মুক্ত বাতাবরণে পশ্চিমবঙ্গে ভোট হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে ভোট দিচ্ছেন।'

পশ্চিমবঙ্গে ভোটদানের হার এবং 'ভয়মুক্ত পরিবেশে' নির্বাচন প্রসঙ্গে মোদী আরও বলেন, 'এটাই দেশের সংবিধান এবং দেশের মজবুত গণতন্ত্রের পুণ্য প্রতীক।' প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও সাধারণ জনতাকে বুথমুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের

মহান জনতার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নিজেদের অধিকার নিয়ে এত সজাগ। তাঁরা বিপুল সংখ্যায় ভোটদান করছেন। এখনও ভোটদান শেষ হতে বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে অনুরোধ করব, গণতন্ত্রের পর্বে এমনই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন।'

তিনি বলেন, 'বিহারের ভোটে বিজেপি-এনডিএ বিপুল জয় পেয়েছে। ইতিহাস রচনা করেছে। গতকালই গুজরাতে মহানগরপালিকা, নগরপালিকা, জেলাপঞ্চায়েত, নগরপঞ্চায়েতের ভোটের ফল এসেছে। ৮০-৮৫ শতাংশ নগরপালিকা এবং পঞ্চায়েত বিজেপি জিতে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস, পাঁচ রাজ্যের ভোটে ঐতিহাসিক জয়ের হ্যাট্রিক করবে বিজেপি। ৪ মে-র ফলাফল বিকশিত ভারতের সংকল্পকে মজবুত করবে। দেশের বিকাশের গতিতে নতুন শক্তি দেবে। দেশের দ্রুত বিকাশের জন্য আমাদের দ্রুত আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।'

বালিতে যন্ত্র বিকল, ভোটকেন্দ্রে উত্তেজনা ও লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লিলুয়ার ডন বসকো সহনলাল বিদ্যালয়ে ভোটের মাঝেই উত্তেজনা ছড়াল। ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ যন্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে পড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটাররা। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরেও ভোট দিতে না পারায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে। এক ভোটার বলেন, সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ জানানো হল যন্ত্র কাজ করছে না, কেউ স্পষ্ট কিছু বলছিল না। আর এক জনের কথায়, সমস্যা মেটানোর বদলে আমাদেরই চুপ থাকতে বলা হচ্ছিল, তাই উত্তেজনা বেড়েছে। পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকলে কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে। অভিযোগ, ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করা হয়। তাতে কয়েকজন আহত হন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হাওড়া পুলিশ কমিশনার। তাঁর তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ভোটের দিনে এমন যান্ত্রিক ত্রুটি এবং তার জেরে অশান্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Saurav Garg, resident of DA-113, Sector-1, Salt Lake, Kolkata 700064, West Bengal, India, hereby declare that my minor child Nyra Garg, born on 16 February 2020, has been renamed as Lavanya Garg. Henceforth, he/she shall be known by the name Lavanya Garg for all purposes.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩০শে এপ্রিল, ১৬ই বৈশাখ। বৃহস্পতি বার। নৃসিংহ চতুর্দশী তিথী। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ নৃসিংহ চতুর্দশী তিথি আবির্ভাব স্থাপন ও পুজো। উমা মহেশ্বর পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সপরিবারে ভোট দিলেন কলকাতা বন্দরের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম।

আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুলে ভোট দিলেন টালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস। ছবি- অদিতি সাহা

বেলেঘাটার তৃণমূলের প্রার্থী কুণাল ঘোষের হয়ে লাগাতার প্রচার করেছিলেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। ভোটের দিন খোশমেজাজে সাইকেল চালিয়েই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন।

ইছাপুরে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার চেষ্টা, অর্জুন সিংয়ের তাড়ায় চম্পট তৃণমূলিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মজদুর ভবন থেকে বুধবার সকাল পৌনে সাতটায় বেরিয়ে বাড়ির সামনে শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ১৪৪ নম্বর পার্টে সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট দিলেন নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাঁর পুত্র পবন কুমার সিং। তিনি বলেন, এবারে পুত্রের জন্য তিনি ভোট দিতে এসেছেন। এবারে বাংলায় বিজেপি সরকার হবে। তবে তিনি নিজের জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী। এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হতেই নোয়াপাড়া কেন্দ্রের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেড়ালেন নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। ভোটের ময়দানে তাঁকে একেবারে চেনা ছন্দেই দেখা গেল। বুথের পর বুথ তিনি পরিদর্শন করেন। নোয়াপাড়ার কোথাও শাসকদলের বাইক কিংবা ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীকে দাপাদাপি করতে দেখাই গেল না। বলাবাহুল্য, নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর চোখ রাঙানিতে শাসকদলের ভোট মেশিনারি কার্যত এদিন ছিল পুরো ভোঁতা। এদিকে বেলার দিকে তাঁর কাছে খবর আসে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ইছাপুর মায়াপল্লির ৮২ ও ৮৩ নম্বর বুথে নকল ইভিএম দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। কর্মীদের কাছ থেকে এই অভিযোগ পেয়ে সটান সেখানে হাজির হন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ পৌঁছে যারা ভোটারদের প্রভাবিত করেছিল, তাদেরকে তাড়া করে হটিয়ে দেয়। ওই দুটি বুথে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং পৌঁছলে তৃণমূলিরা তাঁকে দেখে জয় বাংলা স্লোগান দেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি প্রার্থী বলেন, ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে তিনি সেখানে হাজির হন। জয়বাংলা স্লোগান নিয়ে তাঁর বক্তব্য, জয়বাংলা তো বাংলাদেশি রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্লোগান। এই স্লোগান ওরা বাংলাদেশে গিয়ে দিক। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের প্রায় শেষ লগ্নে ইছাপুর অরবিন্দ পল্লির ১২২ নম্বর বুথে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন এখানে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। একেবারে দাবাং স্টাইলে তৃণমূলের লোকজনকে তাড়া করে তিনি বুথের সামনে থেকে হটিয়ে দেন।

বীজপুরে তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর তুমুল বচসা ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর কেন্দ্রের তরুণ বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বুধবার সকাল থেকেই নিজের কেন্দ্রে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেরিয়ে বুথ পরিদর্শন করেন। ভোটারদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া মেজাজে তিনি জবাবও দেন। এরই মাঝে বীজপুর কেন্দ্রের কাঁচরাপাড়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কল্যাণ করের সঙ্গে তুমুল বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। তাঁর অভিযোগ, পাঁচের পল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৪ নম্বর বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে তৃণমূল কাউন্সিলর ভোটারদের প্রভাবিত করেছিলেন। বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস তৃণমূল কাউন্সিলরকে সেখান থেকে চলে যেতেন বলে। কিন্তু তৃণমূল কাউন্সিলর যেতে নারাজ থাকেন। এর ফলে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা থেকে হাতাহাতি থেকে শুরু হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে তাড়া করলে তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ তাঁর লোকজন সেখান পালিয়ে যায়। যদিও তৃণমূল কাউন্সিলরের দাবি, তিনি ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন না। প্রসঙ্গত, এবারে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে বীজপুরে শাসকদলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর দাপাদাপি কার্যত উধাও হয়ে গিয়েছিল। সকাল থেকেই বুথে বুথে ছিল লম্বা লাইন। ভোটের শেষ লগ্নে বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মানুষ পরিবর্তন চাইছে বলেই সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। বীজপুরের জেন জি'রা উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছেন। এবারে তাদের ভোটই বীজপুরে ভাগ্য নির্ধারণ করবে। তাঁর অভিযোগ, কিছু জায়গায় শাসকদল ভোটারদের আটকানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক' স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথকে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল। বুধবার সকালে পানিহাটি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের আগরপাড়া নিউ আদর্শ নগর এলাকায় একদল লোক তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

রত্না দেবনাথের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা তাঁকে বাধা দেওয়ার এবং নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তিনি দাবি করেন, তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে পরিকল্পিতভাবে এই বিক্ষোভ ও স্লোগান দেওয়া হয়েছে। এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভোটদান নিশ্চিত করতে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে বুধবার সকালে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন রত্না দেবনাথ। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, সাধারণ মানুষ তাঁকে সমর্থন করবেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবে ন্যায়বিচার পাবেন। তাঁর স্বামীও এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, মেয়ের মৃত্যুর বিচারের আশায় তাঁদের এই রাজনৈতিক পথ বেছে নিতে হয়েছে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। উল্লেখ্য, প্রায় দেড় বছর আগে কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। সেই ঘটনার বিচার চেয়েই মৃত চিকিৎসকের মা রত্না দেবনাথ রাজনীতিতে যোগ দেন এবং এবার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সোনারপুরে ভোট ঘিরে অভিযোগ-পালটা অভিযোগ, সক্রিয় রূপা-লাভলী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: দ্বিতীয় দফার ভোটের শুরুতেই সোনারপুর দক্ষিণে রাজনৈতিক উত্তাপ চোখে পড়ল। সকালেই বুথে পৌঁছে ভোট দেন বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তাঁর দাবি, কিছু জায়গায় অশান্তি হচ্ছে, ভোটারদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ইভিএমে গোলযোগের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে। তবে তাঁর বক্তব্যের সঙ্গেই মিলছে না শাসক শিবিরের দাবি। তৃণমূল প্রার্থী লাভলী মৈত্র দিনভর বিভিন্ন বুথ ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তাঁর কথায়, সব জায়গাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, কোনও সমস্যা নেই। এদিকে সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বুথে দীর্ঘ লাইন ও কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। একই ছবির দুই ব্যাখ্যা; একদিকে অভিযোগ, অন্যদিকে অস্বীকার। তার মাঝেই সাধারণ মানুষের ভোটদানে আগ্রহ যেন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে; শেষ কথা বলবে ব্যালটই।

এন্টালিতে বিজেপি এজেন্টকে ঢুকতে না দেওয়ায় বচসা প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এন্টালিতে ভোটকেন্দ্রে বুথে ঢুকে বচসায় জড়ালেন বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। কলকাতার এন্টালিতে একটি বুথে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের এজেন্টকে ঢুকতে বাধা দেওয়া নিয়ে নির্বাচনী আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী। বুথের ভিতরে ঢুকে ধাক্কাধাক্কি হয় বলেও অভিযোগউ ঘর ছোট হওয়ার অজুহাতে তাঁর এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রিয়াঙ্কার দাবি, ভিতরে কি কোলে বসবে? ১৫ বছর ধরে এই করে আসছে। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী আছে। তারাই অ্যাকশন নেবে। পরে তৃণমূল প্রার্থীর প্রতিনিধিও সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে দু'জনকেই বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৫৩ নম্বর বুথে এক বিজেপি এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মোশারফ মীর নামে ওই এজেন্টকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সেলিব্রেটিদের ভোট নামচা...

মায়ের সঙ্গে ভোট দিতে এলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।

সাউথ সিটির ভোট কেন্দ্রে ভোট দিলেন অভিনেতা ও তৃণমূল সাংসদ দেব।

ভোট দিলেন গায়ক ইমন চক্রবর্তী।

সপরিবার ভোট দিলেন অভিনেত্রী ও রাজ্যসভার সাংসদ কোয়েল মল্লিক।

বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভোটের শেষ লগ্নে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়া পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিমবাগান এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী মুংলি যাদব এবং তাঁর দলবল প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি কার্যকর্তা প্রমোদ সিং-কে মারধর করে। তাছাড়া বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকেও মারধর করা হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় নিমবাগান এলাকায়। উত্তেজনার খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে মুংলি এবং তাঁর দলবল সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দলীয় কর্মীদের ওপর হামলার খবর পেতেই তড়িঘড়ি সেখানে হাজির হন ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন কুমার সিং। তিনি বলেন, আগেই দুষ্কৃতীদের তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুংলি যাদবকে পুলিশ ধরেনি। এদিন মুংলি যাদব প্রাক্তন কাউন্সিলর-সহ কয়েকজনকে মারধর করে চম্পট দিয়েছে। পুলিশ ওকে পাকড়াও করার আশ্বাস দিয়েছে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী নারায়ণ কাহার জানান, ভোটের প্রায় শেষের দিকে কুখ্যাত অপরাধী মুংলি যাদব এবং তাঁর দলবল প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রমোদ সিংকে মারধর করেছে। তাঁকে-ও সপাটে চড় মেরেছে এবং চার তারিখের পর দেখে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছে।

ভাঙড়ে ভোট ঘিরে চাপানউতোর, অভিযোগ-বিক্ষোভে চড়ল পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: দ্বিতীয় দফার ভোট শুরু হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় আবারও উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। কড়া নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যেও একাধিক বুথকে ঘিরে অভিযোগ, পালটা অভিযোগে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

শাইহাটি এলাকার কয়েকটি বুথে ভোটারদের বাধা দেওয়া হচ্ছে; এমন অভিযোগ তুলে সরব হন নওশাদ সিদ্দিকী। তাঁর কথায়, পরিকল্পিত ভাবে বিরোধী সমর্থকদের ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কেন নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারবে না? তিনি আরও দাবি করেন, যাঁরা ভয় দেখাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এই অভিযোগ ঘিরেই তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি বেধে যায়। স্থানীয়দের একাংশ পাল্টা প্রশ্ন তোলে, পাঁচ বছর কোথায় ছিলেন? উত্তরে নওশাদ বলেন, এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, অশান্তি ছড়াতে ইচ্ছাকৃত চেষ্টা চলছে।

ভাঙড়ে এবার নিরাপত্তা নজিরবিহীন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি নজরদারিতে রয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা-র দলও। অতীতে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনার পর থেকেই এই কেন্দ্রকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হিসেবে দেখা হয়েছে। বহুস্তরীয় নিরাপত্তা, নজরদারি ও টহলের মাঝেও বিচ্ছিন্ন উত্তেজনা সামনে আসায় প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ বেড়েছে। তবে ভোটারদের উপস্থিতি ও উৎসাহ দেখে শান্তিপূর্ণ ভোটের আশা এখনও পুরোপুরি নস্যাৎ হয়নি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৬ বৈশাখ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

জমজমাট গণতন্ত্রের উৎসব...

মিত্র ইনস্টিটিউটে ভোট দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধাননগরের বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যে হুইলচেয়ারে বসে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছলেন দিলেন বৃদ্ধা। ছবি: অদিতি সাহা

প্রথম দফায় বিজেপি কুপোকাত হয়ে গেছে এই দফায় দফারফা হবে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী আবহে ফের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সামনে এলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে ভোট দিতে এসে বিরোধী শিবিরকে নিশানা করে তিনি একাধিক অভিযোগ তোলেন এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রকাশ্যে। অভিষেকের কথায়, প্রথম দফায় বিজেপি কুপোকাত হয়ে গেছে, এই দফায় দফারফা হবে।

তাঁর দাবি, আদালতের স্তর পর্যন্ত বিষয় গড়ালেও বাস্তবে সত্য সামনে আনতে বাধা তৈরি করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকার পরেও এরা ভয় দেখানোর জন্য এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে।

পর্যবেক্ষকদের ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে ভোটার তালিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি জানান, এমনিতেই তিরিশ লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, পরিকল্পিত পদক্ষেপ। যদিও এই সব কিছুকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের এই শীর্ষ নেতা। তাঁর মন্তব্য, এসব করে কোনও লাভ হবে না, মানুষ সব দেখছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোট যত এগোচ্ছে, ততই তীব্র হচ্ছে বাক্যবাণ।

অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে অভিষেকের এই মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বুধবার সকাল আটটায় মিত্র ইনস্টিটিউটে পৌঁছে ভোট দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। অভিযোগ উঠছে মঙ্গলবার রাতে ভবানীপুরের কাউন্সিলর অসীম বসুর বাড়িতে তাণ্ডব চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। সে প্রসঙ্গে মুখ খোলেন অভিষেক।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ শুভেন্দুর, ভীতি ছড়ানোর অভিযোগ

নিজের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সুর বিজেপি প্রার্থীর গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিনেই ফের তীব্র আক্রমণে সরব হলেন শুভেন্দু অধিকারী। সরাসরি নিশানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে ভোটারদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুভেন্দুর দাবি,তিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী নন, একজন প্রার্থী মাত্র। উনি ৫০ জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন, এটা কমিশনের নির্দেশকে অমান্য করা। আমি অভিযোগ করব, ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। সকল প্রার্থীর সমান অধিকার থাকা উচিত। তাঁর আরও অভিযোগ, এলাকায় মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে, ভোটেরদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, যেখানে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার কথা, সেখানে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে ইচ্ছে করে। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যেরও পালটা জবাব দেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, বাহিনী আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রয়েছে। যদি আপত্তি থাকে, নির্বাচন কমিশনের কাছেই বলা উচিত। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, কোনও ভুয়ো ভোট হয়নি, প্রতিটি বুথে আমাদের প্রতিনিধি রয়েছে।

ভোটের হার নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, আরও দ্রুত ভোট পড়ার আশা ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসী সুরে যোগ করেন, মানুষ নিজের মত প্রকাশ করছে, ফল তারই প্রতিফলন হবে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের দিনেই এই ধরনের তীব্র বাক্যবাণ পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে। যদিও এদিন দুপুরে ভবানীপুর এলাকায় ঢুকতেই শুভেন্দুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। শাসক দলের সমর্থকদের স্লোগানে পরিস্থিতি দ্রুত অস্থির হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই উত্তেজনার মধ্যেই নিজের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী সুর শোনালেন বিজেপি প্রার্থী। অন্যদিকে তৃণমূল শিবিরের অভিযোগ, বিরোধী প্রার্থী ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করছেন। স্থানীয় নেতৃত্বের কথায়, ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে, অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। দু'পক্ষের পালটাপালটি অভিযোগ, রাস্তায় সংঘর্ষ আর বাহিনীর হস্তক্ষেপ; সব মিলিয়ে স্পষ্ট, ভবানীপুরের লড়াই শুধু ভোটবাক্সে সীমাবদ্ধ নেই। ফল ঘোষণার দিনই ঠিক করবে, এই আত্মবিশ্বাসের বাজি কার পক্ষে যায়।

‘আগে ভোট, তারপর সব’, তারকাদের ভিড়ে জমল ভোটের দ্বিতীয় দফা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিনে শহরজুড়ে যেন আলাদা আবহ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বুথমুখী হলেন একের পর এক পরিচিত মুখ। সকাল থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা গেল তারকাদের দীর্ঘ সারি; কেউ পরিবারের সঙ্গে, কেউ একাই। ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে ভোট দিলেন। অন্যদিকে আবীর চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী সরকারও নিজেদের কর্তব্য পালন করতে হাজির। রাসবিহারীতে চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী প্রথমে যান্ত্রিক গোলযোগে আটকে পড়লেও পরে বলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যায়, শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। বালিগঞ্জে ভোট দিলেন দীনেশ ত্রিবেদী।

ভবানীপুরে নিজের কেন্দ্র ঘুরে দেখার পাশাপাশি ভোট দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকালেই বুথে যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। কসবায় শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজ চক্রবর্তীকে একসঙ্গে লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায়। রূপা গঙ্গোপাধ্যায় যন্ত্র বিভ্রাট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, ফল ভালোই হবে। সন্দীপ্তা সেন, স্বস্তিকা দত্তও বুথে হাজির ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় ভোট দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কোয়েল মল্লিক পরিবারের সঙ্গে ভোট দেন। অভিনেতা রঞ্জিৎ মল্লিক বলেন, ষাট বছরে এমন পরিস্থিতি দেখিনি। অঙ্কুশ হাজরা বলেন, নিজের জায়গায় ভোট দেওয়ার আলাদা অনুভূতি। মায়ের সঙ্গে ভোট দেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। জিৎ, রণিতা দাস, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়—সবাই এক সুরে বার্তা দিলেন, ‘আগে ভোট, তারপর সব’।

ভোটের শুরুতেই আত্মবিশ্বাসী বিজেপি, ‘খেলা শেষ’ মন্তব্য শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হতেই রাজনৈতিক বার্তায় আক্রমণাত্মক সুর শোনা গেল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের মুখে। দলের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সরাসরি জানিয়ে দিলেন, খেলা শুরুর আগেই খেলা শেষ। সকালে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সামগ্রী সরানোর অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নামের ব্যানার খুলে দেওয়া হচ্ছে; এটা অত্যন্ত অন্যায়। এত সাহস কারা পাচ্ছে? এর মানে মানুষ জেগে উঠেছে। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, আমরা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের কাছে পৌঁছেছি, এখন বুথে বুথে সেই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

ভোটের দিন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে শমীকের বক্তব্য, বুথ দখলের চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা নিতেই হবে। সেটাই তাঁদের দায়িত্ব। তিনি স্পষ্ট করে দেন, প্রয়োজনে কঠোরতা দেখানোতেই সমস্যা নেই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তাঁর আরও মন্তব্য, এটি গণতন্ত্রের উৎসব। শেষ পর্যন্ত মানুষের মতই জয়ী হবে। যদিও তিনি ইঙ্গিত দেন, কিছু বিচ্ছিন্ন অশান্তি ঘটতে পারে। তাঁর কথায়, প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনই কিছু গণ্ডগোল হতে পারে, কিন্তু তাতে ফল বদলাবে না। ভোটের শুরুতেই এই আত্মবিশ্বাসী সুরে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

কলকাতা বন্দরে শান্ত ভোটের দাবি, পালটা অভিযোগে উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বন্দরে ভোটপর্বকে কেন্দ্র করে দুই বিপরীত চিত্র সামনে এল বুধবার। একদিকে বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং-এর দাবি, এত শান্তিপূর্ণ ভোট জীবনে দেখিনি। মানুষ নিজের ইচ্ছায় ভোট দিচ্ছেন, মুখে হাসি স্পষ্ট। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষের উৎসাহই বদলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। দিনভর বুথে বুথে ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর তিনি আরও বলেন, অমানুষ বলছেন, ‘এবার পরিবর্তন হবেই।’ পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় শাসকদলের ‘দাদাগিরি’র অভিযোগ তুলে জানান, কমিশনে একাধিক নালিশ জানানো হয়েছে। তবে এই ছবির উলটো দিকও উঠে এসেছে ভোটারদের মুখে। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, আমাদের এলাকায় শান্তিতেই ভোট চলছিল।

ভোটের দিনে যন্ত্র বিতর্ক, তৃণমূল সাংসদের বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের মধ্যেই নির্বাচনী যন্ত্রকে ঘিরে নতুন করে সন্দেহের মেঘ জমালেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট দিয়ে বেরিয়েই তিনি সরাসরি অভিযোগ তুললেন, ভোটের যন্ত্রে কারচুপির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, ইভিএমে কোনও কারচুপি আছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আরও চাঞ্চল্যকর দাবি, আমার কাছে ফোন এসেছিল... বলা হয়েছিল, পঞ্চাশ ভোটের পর তিনটি ভোট দিলে দুটি যাবে বিজেপিতে, একটি তৃণমূলে। তিনি জানান, এই বিষয়টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবহিত করেছেন। সন্দেহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শপথ নেওয়ার কথা বলছেন, তখন তো প্রশ্ন উঠেই যায়। তাঁর মতে, কাগজের ব্যালটে ফেরা উচিত।

নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থাকেও একহাত নেন তিনি। দাবি করেন, এ রকম নির্বাচন কমিশন আগে দেখিনি। বিজেপির অঙ্গ সংগঠনের মতো আচরণ করছে। অভিযোগের জবাবে পালটা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। তাদের এক মুখপাত্রের বক্তব্য, এমন কথা বললে বোঝা যায় ওঁরা ভয়ের মধ্যে আছেন। আরও কটাক্ষ, যদি এত সন্দেহ থাকে, প্রমাণ দিক।

সাধারণের সঙ্গে লাইনে মিঠুন, ধন্যবাদ জানালেন কমিশনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দ্বিতীয় দফার ভোটে উত্তর শহরের এক কেন্দ্রে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে সারিতে দাঁড়িয়েই ভোট দিলেন অভিনেতা তথা রাজনৈতিক কর্মী মিঠুন চক্রবর্তী। বিশেষ সুবিধা না নিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই ভোটদান; এই ছবিই নজর কাড়ল সকালেই। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, আমি সব সময় লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করতে ভালোবাসি। নির্বাচন পরিচালনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁর মন্তব্য, কমিশনকে ধন্যবাদ, খুব সুন্দরভাবে সব হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকলে ভোটের হার নিয়েও আশাবাদী তিনি। তাঁর কথায়, এভাবে চললে নব্বই শতাংশেরও বেশি মানুষ ভোট দিতে আসতে পারেন। ফলাফল প্রসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী সুরে যোগ করেন, শেষ পর্যন্ত ভালো ফলই হবে। সকালের উৎসবমুখর আবহের মাঝেই কিছু বিচ্ছিন্ন অশান্তির খবর মিললেও, বড় কোনও গোলযোগের ইঙ্গিত মেলেনি। তার মধ্যেই মিঠুনের উপস্থিতি যেন ভোটের মেজাজে এক আলাদা মাত্রা যোগ করল।

উত্তর ২৪ পরগনায় নিঃসঙ্গ-অসহায় তৃণমূল প্রার্থীরা

অর্জুন সিংয়ের নজরদারি, নোয়াপাড়া-ভাটপাড়া-জগদ্দলে ক্লিন সুইপের আশায় বিজেপি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভবানীপুর মমতার গড়। অন্যবার নিশ্চিন্তে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সে সুযোগ পেয়েছেন বিকেলে। তার আগে সকাল থেকেই চড়কির মতো ছুটে বেড়াতে হয়েছে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিরোধী দলনেতাকে সম্মান তো দূর অস্ত, দেখলেই কর্মী-সমর্থকদের দিয়ে জয় বাংলা স্লোগান তুলিয়ে সুষ্ঠ ভোটকেও অশান্ত করে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় তাকেও সকাল থেকে ঘুরতে হয়েছে। গোটা বাংলায় বিজেপির হাওয়া। এক ইঞ্চিও এবার জায়গা ছাড়তে নারাজ গেরুয়া শিবির। দ্বিতীয় দফার ভোট যত এগোল, ততই উত্তর ২৪ পরগনার রাজনৈতিক ময়দানে গেরুয়া শিবিরের দাপট স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঘাস মুছে ফুটে উঠল যেন পদ্ম! নোয়াপাড়া, ভাটপাড়া এবং জগদ্দল, এই তিন কেন্দ্রেই সংগঠিত শক্তি ও বুথভিত্তিক সক্রিয়তায় এগিয়ে থাকার দাবি বিজেপির। সকাল থেকেই নেতা থেকে কর্মী, সবাইকে দেখা গিয়েছে ভোট প্রক্রিয়ার ওপর কড়া নজর রাখতে, যার ফলে বিরোধী শিবিরকে কার্যত চাপে পড়েই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে ভোট শেষের আগেই।

নোয়াপাড়ায় বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। সকালেই নিজের ভোট দিয়ে এলাকায় টহল শুরু করেন। অলি-গলি ঘুরে প্রতিটি বুথে নজরদারি চালান তিনি। কোথাও অনিয়মের খবর পেলেই সময় নষ্ট না করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। কখনও রেললাইন টপকে, কখনও দ্রুত কনভয় ছেড়ে হেঁটে। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ পেয়ে সশরীরে পৌঁছে উত্তেজনার মধ্যে পড়েন তিনি। অভিযোগ, তৃণমূলের এক কাউন্সিলর ও তাঁর অনুগামীরা বুথের ভিতরে ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন। হাতেনাতে গিয়েই

ধরেন অর্জুন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয় হয়। অর্জুন সিংয়ের কথায়, গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলতে দেওয়া যায় না, আমরা হাতেনাতে ধরেছি। অন্যদিকে, দিনভর এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সমর্থনও স্পষ্ট হয়েছে। অর্জুন সিংকে দেখা গেছে ভোটের দিনও মানুষের আশীর্বাদ পেতে, অভ্যর্থনা পেতে স্থানীয়দের। আবার উলটো ছবিও আছে। তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে দুপুর গড়াতেই দেখা গেল সঙ্গীহীন হয়ে পড়তে। যেন অশনি সংকেত মালুম পেয়ে গেছেন সবাই। যারা এতদিন গলাবাজি করেছিলেন, তাদের ছায়াও নেই মাঝ আকাশে যখন সূর্য। ডানে-বায়ে-সামনে-পিছনে-পাশে তৃণাঙ্কুর নিঃসঙ্গভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সে'সময়।

ভাটপাড়ায় বিজেপি প্রার্থী পবন সিংও একইভাবে দিনভর বুথে বুথে ঘুরে পরিস্থিতির খোঁজ নেন। ভোটারদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্ন ভোটদান নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে আগাম গ্রেপ্তার হওয়ায় অশান্তির আশঙ্কা কমেছে বলে দাবি তাঁর। তিনি বলেন, সমাজবিরোধীরা জেলে। গণ্ডগোল হবে না। এলাকায় ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়, যা বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক বার্তা বলেই মনে করছে দলীয় শিবির।

জগদ্দলেও পদ্ম শিবিরের সংগঠিত উপস্থিতি নজর কেড়েছে। বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের সমর্থনে দিনভর এলাকায় সক্রিয় ছিলেন সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসা হিমাংশু সরকার। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এলাকায় বাপিদা বলে বিখ্যাত হিমাংশু সরকার, ভোটারদের বুথমুখী করতে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারিতে এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা কম ছিল বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশের।

অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যামের সক্রিয়তা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বুঝে যান এবার শ্যামের বাঁশি আর বাজবে না। বেলা বাড়তেই নিজেদের হার বুঝে লোহাচোর খ্যাত সোমনাথ হাওয়া। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপটে ‘ভাড়াটে’দের এলাকাতেই দেখা মেলেনি। পদ্মশিবিরের দাবি, একা আর কী করবেন, বুঝেছেন শিল্প শূন্য করে দেওয়া জগদ্দলে পদ্ম ফুটবেই।

বিজেপি নেতা অর্জুন সিং নিজের জয়ের ব্যাপারে তো আত্মবিশ্বাসী, সেই সঙ্গে মনে করেন, নোয়াপাড়াই শুধু নয়, ভাটপাড়া ও জগদ্দলেও ফল নিজেদের পক্ষে যাবে। বাংলায় ‘পদ্ম ফুটতে’ আর বেশি দেরি নেই, ৪ তারিখই সেই দিন, এমনই বার্তা দিচ্ছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভোটের স্লিপ জেরক্স করার হিড়িক শহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিন ঘনিয়ে আসতেই শহর ও শহরতলির এক অদ্ভুত ছবি; জেরক্সের দোকানে উপচে পড়া ভিড়। হাতে একটাই নথি, নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার স্লিপ। সেটিকেই একাধিক কপিতে তুলে রেখে যেন ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততা খুঁজছেন সাধারণ মানুষ। এবার রাজনৈতিক দলের দেওয়া স্লিপ কার্যত গুরুত্ব হারিয়েছে। বরং বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাওয়া সরকারি স্লিপই এখন ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। সকাল থেকেই বহু মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে স্লিপের দু'পিঠের প্রতিলিপি করিয়েছেন, কেউ আবার ল্যামিনেশন পর্যন্ত করিয়েছেন। এক ভোটারের কথায়, এটা শুধু ভোট দেওয়ার কাগজ নয়, পরে প্রমাণ হিসেবে লাগতে পারে, তাই একাধিক কপি রাখছি। আর এক জন বললেন, ঝামেলা এড়াতে আগে থেকেই সব ঠিক করে রাখাই ভালো। এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে সাম্প্রতিক তালিকা যাচাই প্রক্রিয়ার পর অনেকেই নিজেদের নথি নিয়ে সতর্ক হয়ে উঠেছেন। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-ও প্রকাশ্যে এই স্লিপের কপি সংরক্ষণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা মানুষের মধ্যে বাড়তি গুরুত্ব তৈরি করেছে।

সম্পাদকীয়

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অপেক্ষায় বাংলার জনতা

সাবেক জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজ্য বাংলায় কি এবার সত্যিই বিজেপির সরকার হতে চলেছে? প্রথম দফার পর মোটামুটি শান্তিতে দ্বিতীয় দফার ভোট মেটার পর এই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের 'জেনারেল' তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট চলাকালীনই তিনি বলেন, পাঁচ রাজ্যের ভোটে ঐতিহাসিক জয় পাবে বিজেপি। শুধু তাই নয়, বিহারের ভোট এবং গুজরাতের পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের উদাহরণ টেনে তাঁর দাবি, এ বারে জয়ের হ্যাটট্রিক করবে পদ্ম শিবির। পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতাও জানান তিনি। মোদির কথায় পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ভোটদান হচ্ছে। প্রথম দফার মতোই বহু সংখ্যক মানুষ ভোটদানের জন্য বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন। লম্বা লম্বা লাইনের ছবি সমাজমাধ্যমে দেখছি। গত ছয়-সাত দশকে যা হয়নি, যা কল্পনাও করা যেত না, এ বার সেটাই হচ্ছে। ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোট হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে ভোট দিচ্ছেন। আর এখানেই বাজিমাত করার স্বপ্ন দেখছে গেরুয়া শিবির। ভোটের চেরাচরিত অঙ্ক বলে, বেশি ভোট মানেই তা প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা। যা বাংলায় এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। দেড় দশকের তৃণমূল রাজত্বে তিতিবিরক্ত মানুষ। হতাশ যুব সমাজ। রাজ্যে শেষ কবে বড় শিল্প হয়েছে বলা কঠিন। বড় শিল্প নেই। ফলে বাড়ছে না চাকরির সুযোগ। জমছে না ব্যবসাও। অগত্যা হতাশ যুব সমাজ। শিক্ষিত হয়ে পাড়ি দিচ্ছে ভিনরাজ্যে। নিচুতলার ছবিটাও একই। দলে দলে মানুষ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রায় নেই। স্কুলের চাকরি, সে আর না বলাই ভালো। পুরসভা, পঞ্চায়েতের চাকরিও দূর অস্ত। সেখানেও দূর্নীতি, ঘুঘুর বাসা। নারী নির্যাতন, বাড়ছে, অনুপ্রবেশ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। দুর্নীতি এখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে চলেছে। সবমিলিয়ে এক চরম হতাশার ছবি। তাই বাংলার মানুষ আজ উন্নয়ন ও সুশাসনের স্বপ্ন দেখছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের অপেক্ষায় এখন তাঁরা। সেই স্বপ্নপূরণের দোরগোড়ায় বাংলা।

শব্দছক ১৪৬

রবি দাস

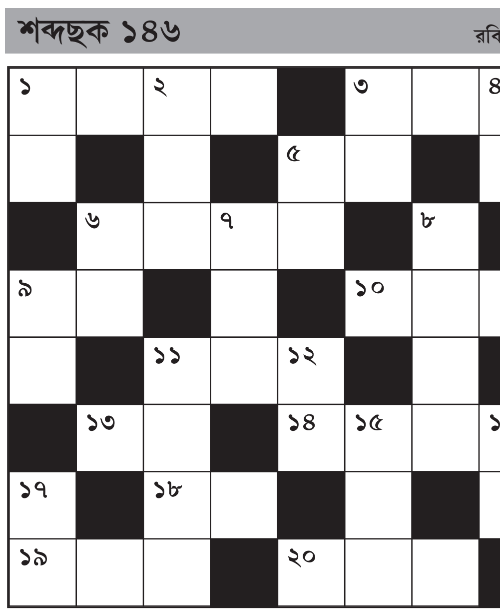

পাশাপাশি: ১. সচল চিত্র ৩. সাধনা করে যে ৫. পৃথিবী ৬. নির্ভয় ৯. গুপ্ত প্রতিনিধি ১০. উদ্যান ১১. গাছের ছাল ১৩. ধরণ ১৪. নিন্দে-মন্দ ১৮. পরিস্কার ১৯. ভাগ্য ২০. অহংকার

ওপর-নিচ: ১. অনুশীলন ২. চৈতন্যস্বরূপ ৩. সমস্ত ৪. কাজ ৫. অর্থ ৬. ওজন ৭. হীরে ৮. রোগাটে ৯. চামড়া ১১. বাকপটু ব্যক্তি ১২. বাঁশের লম্বা দণ্ড ১৫. ঘোড়ার জিন ১৬. দীর্ঘ ১৭. কাপড়ের ছোটখাটো টুকরো

সমাধান ১৪৫ — পাশাপাশি: ১. আলোচনা ৩. ছবি ৫. চলা ৬. কম ৮. লোল ১০. তবিল ১১. মাতামহ ১৪. বিজ ১৫. মাহ ১৬. দারোয়ান ১৮. বিমর্ষ ১৯. বধ ২০. কদু ২১. পার ২৩. নগ্ন ২৪. ললন্তিকা

ওপর-নিচ: ১. আলা ২. নাক ৪. বিমল ৫. চশমা ৭. মতবিরোধ ৮. লোমহর্ষক ৯, লহহ ১১. বিজয়া ১৩. তামাম ১৬. দাব ১৭. নজর ১৮. বিজন ২১. জল ২২. পাকা

আজকের দিন

- **১৯৪৫** — সোভিয়েত সৈন্যরা এগিয়ে এলে অ্যাডলফ হিটলার বার্লিনের বাঙ্কারে আত্মহত্যা করেন।
- **১৯৭৫** — সাইগনের পতন উত্তর ভিয়েতনামী বাহিনীর কাছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পতন ঘটে, এর মাধ্যমে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।
- **১৯৮০** — লন্ডনে ইরানি দূতাবাস অবরোধ শুরু হয়।

জন্মদিন

রোহিত শর্মা

- **১৮৭০** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব দাদাসাহেব ফালকের জন্মদিন।*
- **১৯৫৬** *বিশিষ্ট সাংবাদিক রজত শর্মার জন্মদিন।*
- **১৯৮৭** *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রোহিত শর্মার জন্মদিন।*

যে মুখগুলো আজকেও ভ্যাবাচ্যাকা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

কবর থেকে একবার চার্লি চ্যাপলিনের দেহ সহ কফিন চুরি হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের কর্সিয়ার- সুর- ভেভে গ্রাম থেকে চ্যাপলিনের মৃতদেহ কবর থেকে বার করেছিল দুই পাজি ছেলে- পোল্যান্ডের রোমান ওয়ার্ডাস, এবং বুলগেরিয়ার গ্যান্টসচো গ্যানেভ। ওরা কবরের মৃতদেহের মুক্তিপন চাইছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের ক্ষেত্রেও। বেনিতো মুসোলিনি, টমাস পেইন - সবার কবর ইতিহাস একই। চুরি। টমাস পাইন এমন একজন বিদ্রোহী লেখক তবুও এমন সময় অপরাধ ঘটল, তাঁর কবরস্থ মৃতদেহের সাথে। তাই কলম বিদ্রোহ আর হয়ে উঠেনি। এইখানেই শেষ না, ২০০৮ এও সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট ট্যাটোস পাপাড্যুলোসের মৃতদেহ গায়েব হয় সমাধিস্থল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজনেস টাইকুন আলেকজান্ডার টার্নি স্টুয়ার্ট, আমরা হয়ত অনেকেই তাঁকে চিনি না সেভাবে। কিন্ত তিনি রমরমা নাম সেই সময়ের কারণ টিনজাত শুকনো খাওয়ার ব্যবসা আয়ারল্যান্ড ইংল্যান্ডে তিনিই শুরু করেন। মৃত্যুর দু- বছর পর নিউ ইয়র্কের সেন্টি মার্ক চার্চ থেকে চুরি হল তাঁরও দেহ। চোররা দাবি করল ২০ হাজার ডলার চাই। কিন্ত আজকের দিনে ২০ হাজারের থেকেও কম টাকার জন্য কেউ যদি মৃতদেহ মাটি খুঁড়ে বের করে। শুনেই গা হিম হয়ে যাচ্ছেতো। আজগুবি মনে হবে। কিন্ত যার কাছে তিল তিল করে সঞ্চয় করা ১৯ হাজারের কিছু বেশী অর্থ ' যথেষ্ট ' পরিমাণ। সেই জিতু মুন্ডা, ওড়িশার কেওনঝড়ের বাসিন্দা। বোন কালারা মুন্ডার মৃত্যু হয়েছে। যাঁর এ বছর ২৬ শে জানুয়ারিতে মৃত্যু হয়। এক নিরীহ অশিক্ষিত মেঠো মানুষ জিতু। ব্যাঙ্কে আসল , বোনের অ্যাক্টাউন্টের টাকা চাইতে। ব্যাঙ্ক আধিকারিকের কথানুসারে কলারা মুন্ডার ব্যাঙ্ক নমিনিও মৃত। জিতু মুন্ডা একমাত্র জন যিনি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সেই টাকা পাবেন। একদিন দুদিন পাঁচদিন এবং দিন চলে যায়। কখনও বোঝার অসুবিধা কখনও এই নথি তো ওই নথি। কখনও আধিকারিক নেই। কখনও পরে আসবেন। যেহেতু বোন মৃত তাই দাদা দিশেহারা , কী প্রমাণ দিলে তবে প্রতিষ্ঠিত হবে বোন মৃত! যদি মৃত বোনকেই এনে প্রমাণ করা যায় সত্যিই বোন মৃত। গল্প হলেও সত্যি। আমাদের গা শিউরে উঠলেও ওটাই ছিল জিতুর আত্মবিশ্বাস, সে মিথ্যাচার করছে না। ব্যাঙ্ক খুব স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুর প্রমাণ চাইবে। জিতু তাই নিয়ে এল কবর থেকে বোনের কঙ্কাল! আমরা কতোটা সভ্যতার মধ্যে আছি আর কতোটা আত্মতুষ্টির সভ্যতা তা মাপার সময় এসেছে। শিক্ষিত মহল সমঝদার মহল এক সরল সমীকরণ আঁকবে। বলবে- জিতু একটা গন্ডমূর্খ। ব্যাঙ্ক প্রমাণ চাইল আর অমনি দেহ কবর থেকে বের করে আনল। একটা কমনসেন্স নেই। এই প্রশ্ন আমরাও আধিকারিকদের করতে পারি। কমনসেন্স নেই? যখন দেখতে পাচ্ছি সামনের লোকটা দিশেহারা, যার হাতে পায়ে ধুলো মুখে আতঙ্ক কারণ শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের বাবু'র সাথে কথা বলছে। সে জানে না নমিনি কী, ফাইল কী,কে ওয়াই সি- শব্দটাই যার কাছে হিব্রু। আধিকারিকবর্গের একাংশ এই ধরনের মানুষদের সাথে কিন্ত সংবেদনশীল সুস্থ সম্মানের আচরন অনেক সময়ই করে না। আমাদের স্বীকার করতেই হচ্ছে- একজন ফরফর ঝরঝর ইংরেজি বলা গ্রাহক যে আচরন পায়, একই কাজ নিয়ে যখন একজন মেঠো মানুষ ব্যাঙ্ক বা কোনো দপ্তরে আসে তখন আচরন বৈষম্য স্পষ্ট। তাচ্ছিল্যের সুর, অসহিষ্ণু আচরন, তাদের হটিয়ে দেওয়ার কৌশল, আজ না কাল, বলেছিলাম তিনটে ফটো আনতে , কোথায় এনেছেন? পরের সপ্তাহে আসুন... এসব ভীষণ পরিচিত ছবি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সহ অধিকাংশ সরকারী দপ্তর মানেই আচরন বৈষম্য। ঝকঝকে কেউ সামনে দাঁড়ালে একরকম আচরন, কম শিক্ষিত কেউ এলে আর একরকম। বয়স্ক মহিলার সাথে একরকম সুন্দরী তরুনী দেখলে অনেক সময়ই একটু অন্য রকম আচরন। এ ছিল আছে থাকবে। যেটা থাকা কাম্য নয়, তা হল অফিস কাউন্টার হ্যারাসমেন্ট। বারবার মানুষ'কে গ্রাহক'কে ঘোরানো। যদি বোঝাই যায় জিতু একটা মূর্খ তবে কেন তাকে বোঝানোর মত সংযোগী আচরন করা হয় না। ব্যাঙ্কে সহযোগী কর্মীর

আমরা হ্যারাসমেন্ট বলতেই ভেবে নিই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট, সাইকোলজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট। ২০২৬ এ ভার্চুয়াল হ্যারাসমেন্টটাও সংযুক্ত হল, যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রাসঙ্গিক। এইসব হ্যারাসমেন্টের একটা দলিল থাকে, যার সমস্যা হচ্ছে তার বলার প্রতিবাদ করার কণ্ঠ থাকে কারণ এইসব হ্যারাসমেন্ট তারাই অনুভব করবে যারা ঠান্ডাঘরের অফিসের সাথে অভ্যস্ত। জিতুরাতো ঠান্ডা ঘর দেখলেই ভাবে কখনও পালিয়ে আবার গাছ তলায় বসে বিড়ি টানবে। এরা টের পেলনা কাজটা কিন্ত আজকেই হয়ে যেত। এদের যে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তার প্রমাণ তেমন একটা নেই। এদের প্রতিবাদ জঙ্গল কেড়ে নিলে, মজুরি না দিলে, খাওয়ার না পেলে। রেশন দোকান বন্ধ থাকলে চটে যায়, কিন্ত ব্যাঙ্কে যায় আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে। ট্রেনের সাধারণ কোচে কষ্ট করে চলে যায় কিন্ত শীততাপনিয়ন্ত্রিত অফিসঘরে ওরা দিশেহারা, তালকানা। জিতুরাও কিন্ত নাগরিক, ভোটার। জিতুরা যখন অফিসে হনহন করে আসে তখন একটা অপদার্থ ভীতু সমাজ আসে। যারা এখনও নিশ্চিত হল না এই অফিসটাও ওর হক অধিকার। এটাও কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। কখনও যাই পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। এমন কত ভ্যাবাচ্যাকা জিতুরা আসে আর যায়। আবার কাল আসে। মাস বছর পর্যন্ত গড়ায়। কাজ থমকে বা কাজ হবে, খানিক হয়েছে বাকিটাও ঠিক হবে-র আশায় আসা। জিতুদের ক্যাবলামি যেমন দুর্বলতা তার চাইতেও বড় সমস্যা আধিকারিকদের উদাসীনতা, একটু দায়িত্বভরে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টার সমূহ অভাব।

সমূহ অভাব দেখা যায়। ভ্রাম্যমান সহযোগী কর্মী যারা জিতুর মত হাঁদা মানুষের ফর্ম ভরা বা কী কী দরকার তা পরিষ্কার করে দেবে এমন কিন্ত কদাচিত দেখা যায়।

দেশ এগোচ্ছে। ডিজিট্যালাইজেশন হচ্ছে, নিশ্চিত ভাবে জিতুর মত মানুষরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলছে। কিন্ত জিতুর মত যারা এখনও অফিস কাঁচের ঘর ফাইল কিছুই জানে না। জানে না কোনটা তার অধিকার কোন বিষয়ের জন্য তার বারবার আসাটা অফিস গরিমসি। যারা ভাবে ওই ঘরের সবাই অফিসার। যারা ক্লার্ক আর অফিসারের তফাত কিছুতেই বোঝেনা। তারা অনেক প্রকল্পের সুবিধা পায়। অনেক সংরক্ষণের দাবিদার। কিন্ত অফিস দুর্ভাগ্যটাও তাদের জন্য বাড়তি পাওনা। তারা মনে করে এই দুর্ভোগ আসলে কাজেরই অংশ। তারা কেন, আমরাও তাই মনে করি। অফিসে যাব আর কাজ হবে চটপট! হলেই আমরা প্রশংসার বণ্যা ছোটাই। কারণ পাঁচদিন -দুদিন- তিনদিন গেলেও কাজ সারা হবেনা-র সাথেই আমরা অভ্যস্ত। গ্রামের মহিলাদের দেখি তারা ব্যাঙ্কে আসছে - তিন চারজন দল বেঁধে, সাথে এক পাড়ার মাতব্বর ছোকরা। সেই সব কাকিমারা এখনও বুঝে উঠতে পারে না কোথায় টিপ সই করবে। জিতু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে এই বার্তাই দিল- মগজে, বোঝার শক্তিতে, অফিসের সামনে ওরা বড্ড অসহায় , অসম জনতা। যারা মাটি কাটে, পথ পরিষ্কার করে, জল তোলে তারা প্রতিপদে অফিস আচরন বৈষম্যের শিকার। এখানে কোনো রাজনৈতিক টানাপোড়েন কোনো রঙ ধর্ম নেই। এ এক নিশ্চুপ দুর্বলতা আমাদের অনেক জিতুর। যারা অফিস ভাষা, অফিস চাহিদার সাথে বিন্দুমাত্র পরিচিত নয়। মাছের দোকানে ফুচকার দোকানে ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবস্থা দেখে আপ্লুত হই। তাতো উন্নতি বটেই। কিন্ত সেই আপ্লুতময়তা চোখে ঠুলি বেঁধে দেয় এমন অসংখ্য জিতুদের ক্যাবলামি না দেখার।

আমরা হ্যারাসমেন্ট বলতেই ভেবে নিই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট, মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট, সাইকোলজিক্যাল হ্যারাসমেন্ট। ২০২৬ এ ভার্চুয়াল হ্যারাসমেন্টটাও সংযুক্ত হল, যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রাসঙ্গিক। এইসব হ্যারাসমেন্টের একটা দলিল থাকে, যার সমস্যা হচ্ছে তার বলার প্রতিবাদ করার কণ্ঠ থাকে কারণ এইসব হ্যারাসমেন্ট তারাই অনুভব করবে যারা ঠান্ডাঘরের অফিসের সাথে অভ্যস্ত। জিতুরাতো ঠান্ডা ঘর দেখলেই ভাবে কখনও পালিয়ে আবার গাছ তলায় বসে বিড়ি টানবে। এরা টের পেলনা কাজটা কিন্ত আজকেই হয়ে যেত। এদের যে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তার প্রমাণ তেমন একটা নেই। এদের প্রতিবাদ জঙ্গল কেড়ে নিলে, মজুরি না দিলে, খাওয়ার না পেলে। রেশন দোকান বন্ধ থাকলে চটে যায়, কিন্ত ব্যাঙ্কে যায় আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে। ট্রেনের সাধারণ কোচে কষ্ট করে চলে যায় কিন্ত শীততাপনিয়ন্ত্রিত অফিসঘরে ওরা দিশেহারা, তালকানা। জিতুরাও কিন্ত নাগরিক, ভোটার। জিতুরা যখন অফিসে হনহন করে আসে তখন একটা অপদার্থ ভীতু সমাজ আসে। যারা এখনও নিশ্চিত হল না এই অফিসটাও ওর হক অধিকার। এটাও কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। কখনও যাই পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। এমন কত ভ্যাবাচ্যাকা জিতুরা আসে আর যায়। আবার কাল আসে। মাস বছর পর্যন্ত গড়ায়। কাজ থমকে বা কাজ হবে, খানিক হয়েছে বাকিটাও ঠিক হবে-র আশায় আসা। জিতুদের ক্যাবলামি যেমন দুর্বলতা তার চাইতেও বড় সমস্যা আধিকারিকদের উদাসীনতা, একটু দায়িত্বভরে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টার সমূহ অভাব।

জিতু জানল না, সে ঠিক সেই কাজটাই তার বোনের কঙ্কালের সাথে করল যা একদিন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বদের সাথে ঘটেছিল। জিতু চুরি করেনি এই যা তফাত। কিন্ত যাদের কঙ্কাল চুরি হয়েছিল এবং আজকেও জিতুর বোনের কঙ্কাল মাটি খুঁড়ে বের করা- উদ্দেশ্য একটাই , অর্থ। ওই দুষ্কৃতীরা অর্থ চাপ দিয়ে আদায় করতে চেয়েছিল, জিতু মৃত বোনের রেখে যাওয়া টাকার খোঁজ করছে। ওরা নিষিদ্ধ কাজ করেছে অপরাধ করেছে। জিতু নিরপাধের মত মৃত যে সত্যিই মারা গেছে তার প্রমাণ দিল। ভারতীয় আমলা সামলানো, রাজনীতি এবং আমলা টানাপোড়েন খুব চর্চিত। একটু জিতুদের জন্য চর্চা হোকনা! কেমন করে ওদের একটু অফিস স্বস্তি দেওয়া যায়। ব্যাঙ্ক, ভূমি দপ্তর এই দুটিই সম্পত্তি সঞ্চয় রসদ স্থল। এখানে অন্তত ওদের জন্য কিছু সহযোগী কিছু সুব্যবস্থা রাখা হোক। নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে বলিতো আমরা সুব্যবহার পাই অফিসে? আমাদের মনে হয় না ওই আধিকারিক একদম গাছাড়া! হয়তো। কারণ আমরা ঠিক চেয়ার ভুল লোক নির্ণয় করতে পারি। জিতুরা কী করবে? আমরা দরকারে ব্যাঙ্কে যাই, জিতুরা দায়ে পরলে আসে। দরকার আর দায়ের মধ্যের তফাতে জমা আছে অনেক ক্যাবলামি ভ্যাবাচ্যাকা ভুলভ্রান্তি উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে এবং বারবার আসার দুরূহ অধ্যায়। জিতু প্রমাণ দিল বোনের সত্যিই মৃত্যু ঘটেছে। এবার আধিকারিক আচরন প্রমাণ দিক সত্যিই তারা আগতদের মানুষ ভাবে। দয়া করছে এমন আর ভাবে না।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে দাদাঠাকুরের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় সংযোজন

স্বপনকুমার মণ্ডল

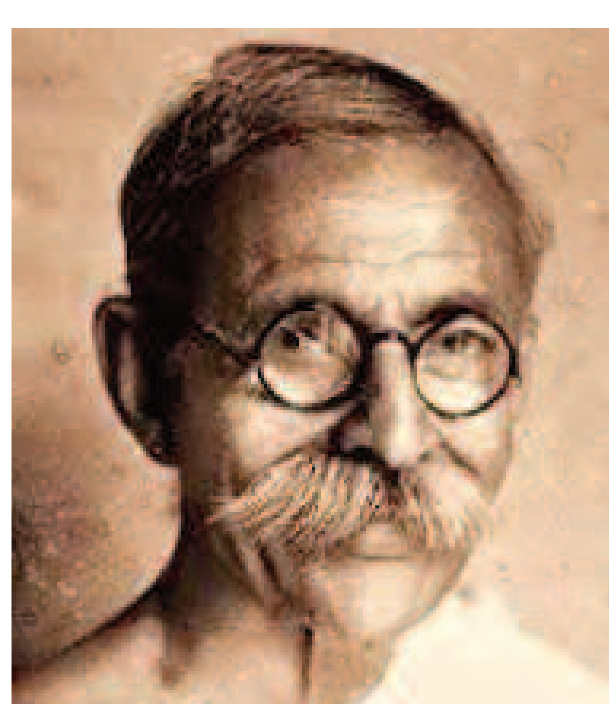

দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখেও দাদাঠাকুরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হল। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে এও এক স্মরণীয় সংযোজন। ১১ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে আয়োজিত 'বিজয় সংকল্প সভা' তথা নির্বাচনী জনসভায় স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাদাঠাকুরের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেন । দাদাঠাকুর শুধুই জঙ্গিপুরের নয়, সারা বাংলা জুড়েই তাঁর অতুলনীয় জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সরস অথচ অসাধারণ উক্তি এখনও লোকের মুখে মুখে ফেরে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর মুখে তাঁর নাম উঠে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই দাদাঠাকুর নতুন করে আলোচনায় ফিরে এলেন।

বাংলা রসসাহিত্যের একমেবাদ্বিতীয়ম শিল্পী শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনী 'ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' (১৯৯৬)-এ রসিকতা করে বলেছেন একই নামের দু'জন কখনও বিখ্যাত হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় কোনো রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত না হলেও দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র বিখ্যাত তো বটেই, জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (১৮৮১-১৯৬৮)। আমজনতার কাছে তিনি দাদাঠাকুর নামেই পরিচিত ছিলেন। অবশ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর আরও এক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২-১৯৪৫) ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলাসাহিত্যে এলেও তাঁকে পাওয়া যায় একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তথা দাদাঠাকুর আজও স্বমহিমায় স্মরণে বরণীয়। অথচ তিনি হাসির গান ও কবিতা ছাড়া সাহিত্যের কোনো ধারাকেই সমৃদ্ধ করেননি। কিন্তু আপন পাণ্ডিত্যে সেকালের সাহিত্যরথী ও মহারথীদের পাশাপাশি বলা ভালো একটু বেশিই জনপ্রিয় ছিলেন।

দাদাঠাকুর ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ বৈশাখ বীরভূমের শিমলান্দী গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারানোর কাকা রসিকলাল পণ্ডিতের অপত্যস্নেহে তিনি লালিত-পালিত হন। দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেজন্য তিনি বেশিদূর পড়াশুনা করতে পারেননি। জঙ্গিপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে দাদাঠাকুর এফ. এ. পড়ার জন্য বর্ধমান রাজ কলেজে ভর্তি হন। স্কুলে হাফ বেতন দিতে হলেও কলেজে কোনো বেতন না লাগায় তাঁর পক্ষে পড়াশোনায় সুবিধেই হয়েছিল। কিন্তু আহারাদির জন্য দাদাঠাকুরকে এক পুলিশের ছেলেকে প্রাইভেট পড়াতে হতো। সেখানেও বিপত্তি ঘটে। সেই পুলিশের আরেকটি পাঁচ-ছ বছরের শিশুকে বিনে পয়সায় পড়াতে একরকম বাধ্যই হন তিনি। কলেজে পড়া এবং কায়ক্লেশে আহারাদির ব্যবস্থা করা দুটি বিষয় তাঁর পক্ষে সামলানো সম্ভব হয়নি। অর্থের দারিদ্র পীড়িত করলেও মনের দারিদ্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। যদি বিদ্যাসাগরের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তার আটপৌরে দ্বিতীয় কোনো বাঙালি থেকে থাকেন, তবে তিনি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বিলাসিতার ছিটেফোঁটা তার শরীরকে স্পর্শ করতে পারেনি। কোনোদিন জামা পড়েননি, খালি পায়ে হেঁটেছেন। অথচ জমিদার থেকে লাটসাহেব কারও কাছে মাথা নোয়াননি।

দাদাঠাকুর দুটি কারণে স্মরণীয়। একটি তাঁর সেকালের জঙ্গিপুরের মতো অনুন্নত এলাকা থেকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাণ করা, অন্যটি হাস্যরস পরিবেশনের একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করা। মাত্র ৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে ৪৬ টাকায় কাঠের পুরোনো প্রেস ও ছাপাখানার সরঞ্জাম কিনে জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করেন। সেই ২০-২১ বছরের তরতাজা যুবক নিজের উদ্যোগে কী কঠোর পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যে পত্রিকাটি চালাতেন, তা তাঁর ছাপাখানা চালানোর কথা থেকে জানা যায় 'আমার ছাপাখানার আমি প্রোপাইটার, আমি কম্পোজিটর, আমি প্রুফ- রিডার, আমিই ইঙ্কম্যান। কেবল প্রেস-ম্যান আমি নই, — সেটি ম্যান নয়, উইম্যান। অর্থাৎ আমার অর্ধাঙ্গিনী।' দাদাঠাকুর গ্রামগঞ্জের খবরই শুধু নয়, সামাজিক অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সরস-ব্যঙ্গে কবিতার আকারে সংবাদ পরিবেশনের একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। এছাড়া পত্রিকাটিতে দাদাঠাকুরের দেশপ্রেমী হিসাবেও বিশেষ ভূমিকা ছিল। এমনকি সেকালের চা বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের এদেশীয় শ্রমিকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সচল ছিল। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের জন্য একাধিক বার তাঁকে ইংরেজ শাসকের রোষানলে পড়তে হয়েছিল।

রঙ্গভরা বঙ্গদেশে এখন রাজা নেই, তাঁর রসিক ভাঁড়ও নেই। কিন্তু রসিক মানুষ আছে। রাজদরবার না থাকলেও জনদরবার সর্বত্র। এদিকে আবার বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সাদরে সমাদৃত হয়নি। হাসি তখনও হাস্যকর। অথচ মানুষ হাসতে চায়, হাসাতে চায়। কিন্তু হাসানোর রঙ্গ-রসিক কোথায়? এই অভাব পূরণ করার জন্যই যেন দাদাঠাকুরের আবির্ভাব। তাঁর উপস্থিতি মানেই হাসির ফোয়ারা কিংবা উষ্ণ প্রস্রবণ । হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার দাদাঠাকুরের মধ্যে আবাল্য হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা বিস্ময়কর বৈকি! অভ্যস্ত সহজে তাঁর বিধিদত্ত প্রতিভায় সৃষ্ট হাস্যরসে রঙ্গই মুখ্য, ব্যঙ্গ নয়। তিনি একইসঙ্গে হাস্যরসের ধারক এবং বাহক। হাস্যরসকে জনপ্রিয় করার জন্য দাদাঠাকুর ১৩২৯ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক 'বিদূষক' পত্রিকা বের করেন। লেখক থেকে কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, প্রকাশক সবই তিনি। তিনিই আবার রঘুনাথ গঞ্জের পণ্ডিত প্রেসে ছাপিয়ে কলকাতার রাস্তায় হকারি করতেন। তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি বিস্ময়কর ক্ষমতা পরবর্তীকালে প্রবাদের মতো মানুষের মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন

১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কে জিতবে? দাদাঠাকুরের কথায় জার্মানি (যার Money) এবং জার্মান (যার Man) যেদিকে থাকবে।

২) বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে নীলমণি ভট্টাচার্য ও রমণীমোহন সেনের মধ্যে কে জিতবে? দাদাঠাকুর বললেন, রমণীর (Raw Money) সঙ্গে নীলমণি (Nil Money) পারবে কেন?

৩) দাদাঠাকুরের কথায় কলকাতা অদ্ভুত শহর। সেখানে নিত্যরাস, নিত্যঝুলন। কারণ, ট্রামে বাসে যেমন ন্ডস্ততেমনি ঝুলন।

৪) এক সভায় শরৎচন্দ্র দাদাঠাকুরকে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'কীহে, বিদূষক শরৎচন্দ্র...।' দাদাঠাকুরও কম নন। তিনিও বলেছিলেন, 'কীহে চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র...'

৫) প্রচণ্ড শীতের এক সভায় খালিগায়ে আসায় সকলের কৌতূহল নিরসনের জন্য
দাদাঠাকুর ট্যাক থেকে একটি পয়সা বের করে বলেছিলেন পয়সার গরমে এসেছি।

৬) বিদূষক'-এর একটি কবিতার পুত্রবধূ শাশুড়িকে বলেছে, 'আঁতুর হইতে কলেজ খরচা/ হিসেব করিয়া চার হাজার/ বাবার নিকট নিয়েছ গুনিয়া/ পুত্রের দাবী কেন আবার ?'

এই রকম কত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দারিদ্রের সঙ্গে পাল্লা লড়েও দাদাঠাকুর আজীবন মানুষ হাসিয়ে ৮৭ বছর বয়সে ১৩৭৫ -এর জন্মদিনেই অমৃতলোকে পাড়ি দেন। অথচ তিনি দীর্ঘদিন মৃতলোকে অমৃতের আস্বাদ বিলিয়ে অমর হয়ে রয়েছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুদীর্ঘ ৮৫ বছরের জীবনে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখজনের মতো দাদাঠাকুরকে জনাকয়েক মহাপুরুষের একজন হিসাবে বিশেষিত করেছেন। সেদিক থেকে অন্য শরৎচন্দ্র যে জনপ্রিয় শরৎচন্দ্রের থেকে স্বতন্ত্র, সে বিষয়টি ভাষাচার্যের অভিমতেই প্রকট হয়ে ওঠে। অনেকদিন পর প্রধানমন্ত্রীর দাদাঠাকুর স্মরণও সেকথাই আবার মনে করিয়ে দিল।

লেখক: অধ্যাপকক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

গলসিতে আইসক্রিম ও ছোলা মুড়ি দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিতর চেষ্টা

অভিযোগের কাঠগড়ায় তৃণমূল-বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি বিধানসভার বৃন্দাবনপুর এলাকায় ২৬৪ নম্বর বুথ। এই বুথেই সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ ভাবেই হয় ভোট গ্রহণ। তবে ভোট দেওয়ার পরেই দেখা যায় ভোটাররা হাসি মুখেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে বের হচ্ছেন। কারোর হাতে মুড়ির প্যাকেট। কারোর হাতে আইসক্রিম। বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখতেই জানা যায়, বুথে গিয়ে ভোট দিলেই মিলছে আইসক্রিম ও মুড়ি। বিজেপির তরফ থেকে দেওয়া হয় গোলাপি আইসক্রিম অন্যদিকে তৃণমূলের তরফ থেকে বিতরণ করা হয় মুড়ি চানাচুর ও ছোলা। এভাবেই ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করে দুই দলের কর্মী সমর্থকরা। কেউ কেউ আবার আইসক্রিম ও মুড়ির প্যাকেট নিয়েই ভোট দিতে যায় ভোট কেন্দ্রে। গ্রামের বাসিন্দা উত্তম বাউড়ি জানান, তৃণমূলের পক্ষ থেকে মুড়ি দেওয়া হয়। আবার বিজেপিও তাঁর হাতে আইসক্রিম ধরিয়ে দেয়। ভোট দেওয়ার আগে দুই দলের কাছ থেকে উপহার পেয়ে কোন দলকে ভোট দেবেন সেটাই ঠিক করতে পারছিলেন না। শেষমেশ আইসক্রিম খেয়ে, মুড়ি খেয়েই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন তিনি। গ্রামের এক মহিলা জানান, সবাইকে দেখা যায় আইসক্রিম খেতে। কে দিচ্ছে না দিচ্ছে জানা নেই। তিনিও গিয়েছিলেন তাকেও দিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই প্রক্রিয়া যে রাজনৈতিক ভাষায় 'ভোটারদের প্রভাবিত' করার ইঙ্গিত তা বলাই বাহুল্য।

কোথায় টিপতে হবে বোতাম, নকল ইভিএম নিয়ে বোঝানো হল

ধনেখালিতে নকল ইভিএম-সহ আটক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নকল ইভিএম মেশিন নিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল হুগলির ধনেখালিতে। বুথে যাওয়ার পথে প্রত্যেক ভোটারকে পেরোতে হবে সেই এলাকা। সেখানেই ওই ব্যক্তির সামনে এল পুলিশ। ধরে নিয়ে গেল! গাছের তলায় একটা চাতালে মাদুর বিছিয়ে বসে! সেখান থেকেই সকলে ভোট দিতে যান। জানা গিয়েছে, নকল ইভিএম নিয়ে বসে ছিলেন ওই ব্যক্তি। যাঁরা ভোট দিতে যাচ্ছেন, মেশিনে দেখাচ্ছেন কোথায় টিপতে হবে বোতাম! ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার ধনেখালি বিধানসভার দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ৯০ নম্বর বুথ এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল সদস্যকে ইতিমিধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, দশঘড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা অরূপ ঘোষ ওই বুথের আশেপাশে সাধারণ ভোটারদের নকল ইভিএম দেখিয়ে তৃণমূলের চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপির পক্ষ থেকে সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের

করা হয়। গেরুয়া শিবিরের দাবি, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছিল তৃণমূল। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পাওয়ার পরেই দ্রুত সক্রিয় হয় পুলিশ প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অরূপ ঘোষকে আটক করা হয়। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। তবে নির্বাচনের দিন বুথের কাছে এই ধরনের কার্যকলাপ ঘিরে এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনা বজায় ছিল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বুথে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

জমি দখলের প্রতিবাদে পঞ্চায়েত সদস্য ও পরিবারের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি দখলের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল দলের এক পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর অসুস্থ বাবার ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল এলাকার একদল মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই হামলার ঘটনার পর বুধবার ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের ভাই সাগর ঘোষ পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেতুমোর এলাকায়। আক্রান্ত ওই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত বাবাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে পুরাতন মালদার মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। তৃণমূল জেলার মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, 'যতটুকু শুনেছি তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও তার পরিবারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। দ্রুত যাতে হামলাকারীরা ধরা পড়ে সেই দাবিও পুলিশকে জানানো হয়েছে।' পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এখানে কোনও রাজনৈতিক বিবাদ হয় নি। জমি দখলকে ঘিরে একটি গোলমালের ঘটনা ঘটেছে। তবে দুই পক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , আক্রান্ত হয়েছেন নন্দদুলাল ঘোষ (৫৬), রনি ঘোষ (২৭)। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে মৌলপুর সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালে। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের সদস্য রনি ঘোষের অভিযোগ, মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়কের সেতুমোড় এলাকায় তাদের ৮ শতক বসত জমি রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই সেই জমি পরিকল্পনা করে দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে এলাকারই একদল জমি মাফিয়ারা। সম্প্রতি এই জমি দখলের ঘটনাকে ঘিরেই তাদের সঙ্গে গোলমাল বাধে সুরজিৎ ঘোষ, উত্তম ঘোষ, মনোরঞ্জন ঘোষ-সহ তার দলবলে সঙ্গে। তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রনি ঘোষ জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তাদের জমিতে মাপজোকর কাজ চলছিল। সেই সময় উত্তম, সুরজিৎ দলবল নিয়ে এসে সেটি তাদের সম্পত্তি বলেই গোলমাল বাঁধাতে শুরু করে। অভিযোগ, রনি ও তাঁর ক্যান্সার আক্রান্ত বাবার ওপরে আচমকা বাঁশ, লাঠি নিয়ে চড়াও হয় হামলাকারীরা। মারধর করা হয় রনি ও তাঁর অসুস্থ বাবাকে। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে পরিবারের আরও দুই সদস্য আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ। পরে গ্রামবাসীরা ছুটে গেলে অভিযুক্তেরা পালিয়ে যায়। রনি ও তাঁর পরিবার মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করান। পরে পুলিশে অভিযোগও করেন। এই ঘটনায় উত্তম, সুরজিৎ সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই সুরজিৎ ঘোষ অবশ্য পাল্টা অভিযোগ করে জানিয়েছেন, তারা কারোর ওপর হামলা চালায় নি।

ভোটারদের মদ খাইয়ে প্রভাবিত করার অভিযোগ

আসর ভাঙলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মদ খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে তৃণমূল। এই অভিযোগ তুলে গলসি বিধানসভায় বেশ কিছু তৃণমূল কর্মীদের তাড়া করলেন গলসির বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র। বিজেপি প্রার্থীকে দেখে মোবাইল ফোন ও মদের বোতল ফেলে পালায় তারা। সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় গলসি বিধানসভার ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ বিঘা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্রর অভিযোগ, তৃণমূল গ্রামের ভোটারদের মদ খাইয়ে প্রভাবিত করছে। তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দেখনে, সেখানে গিয়ে দেখেন বাঁশ বাগানে বসে একদল যুবক মদের আসর বসিয়েছে। তিনি ছুটে যেতেই ওই যুবকরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। রাজু পাত্রর আরও অভিযোগ, কাঁকসার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসীদের মদ খাইয়ে প্রভাবিত করেছে তৃণমূল। যদিও ঘটনার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তারা জানিয়েছেন, গ্রামের জঙ্গলে বসে গ্রামের মানুষ কি করছে তার দায় তৃণমূলের না।

বুদবুদে ভিড় সরাতে লাঠিচার্জ বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে সকাল থেকেই অ্যাকশন মোডে নামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বুদবুদ বাজার,সুকডাল, ভিরসিং-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় জমা মানুষের ভিড় সরায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। আপাতকালীন পরিষেবা ছাড়া কাউকেই যাতায়াত করতে দেওয়া হয় নি এলাকায়। ভোট দিতে যাওয়া ভোটারদের ছাড়া রাস্তায় অযথা ভিড় করে থাকা মানুষদের সরিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিন ভিরসিং গ্রামে ঢোকার রাস্তায় বিভিন্ন দোকান ও রাস্তার মোড়ে জমে থাকা ভিড় সরাতে লাঠিচার্জ করে জওয়ানরা।

জেলা তৃণমূল বুথওয়াড়ি রিপোর্ট সংগ্রহ

বাঁকুড়ায় কিছু অংশে রামে ভোট বামে যাওয়ার ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাম থেকে রামে যাওয়া ভোট বামে ফিরছে। জেলার কিছু জায়গায় সামান্য হলেও বামেদের এবার ভোট বাড়বে। এমনটাই মনে করছেন শাসক শিবির। তাদের আশা বামেদের ভোট বৃদ্ধি মানেই বিজেপির ক্ষতি। তাই দলের ভালো ফলের ব্যাপারে তৃণমূল নেতৃত্ব এবার আশাবাদী। তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার ছ'টি বিধানসভায় এবার দলীয় প্রার্থীরা জয় পাবে বলে তাদের অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট উঠে এসেছে। ভোটের পর্যালোচনা করতে সোমবার বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল ভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দলের নিচুতলার নেতাদের কাছ থেকে বুথওয়াড়ি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ঘাসফুল শিবির তাদের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দলের ব্লক ও অঞ্চল সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজেদের এলাকার রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে এবার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের ছ'টি বিধানসভাতেই দলের প্রার্থীরা জয়ী হবেন। দলীয় এই রিপোর্টে ফুটে উঠেছে যে জেলার সংখ্যালঘু ভোট এবারও তাদের পক্ষে গিয়েছে। আইএসএফ প্রার্থী দিলেও তারা সুবিধে করতে পারেনি। ফলে তারা ৬টিতেই জয়ী হবেন। বিজেপির সঙ্গে জেলার সিংহভাগ বুথেই তাদের লড়াই, তাও রিপোর্টে উঠে এসেছে বলে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই ছ'টি বিধানসভার মধ্যে তিনটিতে তৃণমূল ও তিনটিতে বিজেপি জয়ী হয়েছিল। গত ২০২৪ লোকসভায় ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতেই তৃণমূল এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে, বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থী নিলাদ্রী শেখর দানা, শালতোড়ার চন্দনা বাউড়ি এবং বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'জেলার মানুষ এবার তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাম থেকে বামে কেউ যায় নি এবং যাবেন না। রামের ভোট বামে ফিরবে না। তৃণমূল জেলার সমস্ত আসনেই পর্যুদস্ত হবে। বাঁকুড়ার ১২টি বিধানসভায় পদ্ম ফোটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

অন্যদিকে, সিপিএম ও বামশরিক দলগুলি হারানো ভোটব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারে এবার আপ্রাণ লড়াই করেছে। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বাঁকুড়ার প্রার্থী অভয় মুখোপাধ্যায় জানান, 'তৃণমূল ও বিজেপিকে পরাস্ত করা তাদের মূল লক্ষ্য। বাঁকুড়ার মানুষ এবার ওদের সমুচিত জবাব দিয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশিত হলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।' এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে আটটিতে বিজেপি জয় পেয়েছিল। বাকি চারটিতে জয় পায় তৃণমূল। বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূলের ফল তুলনামূলক অনেকটাই ভালো ছিল। জঙ্গলমহলের তিনটি বিধানসভাতেই শাসকদল জয় লাভ করে ছিল। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার একমাত্র বড়জোড়া আসনে তৃণমূল জয় পেয়ে ছিল। বাকি ৫টি বিজেপির দখলে গিয়েছিল। গত লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি তাদের দাপট অক্ষুন্ন রাখে।

চুঁচুড়ার তৃণমূলের বুথ এজেন্টকে মার, অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটে চুঁচুড়ার দেবানন্দপুরে তৃণমূলের এক বুথ এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ ওঠে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। তাতেই ক্ষুব্ধ দেবাংশু। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের। বুথ এজেন্টের মার খাওয়ার খবর পেয়ে ছুটে যান তিনি।

চুঁচুড়ার দেবানন্দপুর গ্রামপঞ্চায়েত ৫৭ নম্বর বুথের ভোটগ্রহণ চলছিল দিগম্বর জৈন স্কুলে। তৃণমূলের অভিযোগ, তাদের পোলিং এজেন্টকে মারধর করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। হাতে ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই খবর শুনেই ঘটনাস্থলে যান চুঁচুড়ার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত ব্যক্তি সমীর দাসকে চিকিৎসার জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পোলিং এজেন্ট সমীর দাসের অভিযোগ, তিনি সকাল থেকেই বুথে ছিলেন। এরপরে প্রিসাইডিং অফিসারকে জানিয়ে রিলিফ নিয়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন আবার বুথে ঢুকতে যান, সেই সময়ে জওয়ানরা তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেবাংশু অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের এক বুথ এজেন্টকে মারধর করেছে। কিন্তু কেন মেরেছে, সে বিষয়ে অন্য জওয়ানদের কাছে জানতে চাওয়া হলে, তাঁরা মুখ খুলতে চাননি। এর কোনও সদুত্তর না পেলে তিনি হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।

লুঙ্গি পরে ভোট দিতে যাওয়ায় বের করে দেওয়ার অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে, নিন্দা মমতার সেক্টর অফিসার রানা বোস ও তাঁর সরকারি দেবজিৎ ঘোষের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হয় দেবাংশুর। সহকারী সেক্টর অফিসার দেবজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমরা এই ঘটনার এখনও রিপোর্ট পাঠাইনি। আমরা ওই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলেছি, ভিডিও করেছি। কী ঘটনা ঘটেছে তার কাছ থেকে সবটাই জেনেছি। আমরা সব দেখে রিপোর্ট পাঠাব।' জেনারেল অবজার্ভার শশাঙ্ক সিং বলেন, 'এখনও আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব। আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আমরা অবশ্যই তা খতিয়ে দেখব।'

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB2022PLC253035
৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬
ফোন :- +91 33 2655 8101, 9830228105
ই-মেল: info@karnikaindustries.com, GSTIN : 19AAJCK4601M1Z8,
ওয়েবসাইট : www.karnikaindustries.com

১১ই মে ২০২৬ তারিখে নির্ধারিত অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী

কোম্পানিটি কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের কাছে একটি অসাধারণ সাধারণ সভার (ইজিএম) নোটিশ জারি করেছিল। এই সভাটি আগামী সোমবার, ১১ই মে, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/ অন্যান্য অডিও- ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম") -এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে কোম্পানির সদস্যদের কাছে ১৬.০৪.২০২৬ তারিখে প্রেরিত ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা হবে।
১৬.০৪.২০২৬ তারিখের উক্ত ইজিএম বিজ্ঞপ্তির ২ নং আইটেমের অধীনে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির ক্ষেত্রে প্রদর্শিত সংশোধন / পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করার জন্য এই সংশোধনীটি জারি করা হচ্ছে।
এতদ্বারা জারির তারিখ থেকে, বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে, যা বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে https://karnikaindustries.com/wp-content/ uploads/ 2026/04/Corrigendum-AND-revised-explanatory-for-item-2.pdf, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.evoting. nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ www.nseindia.com-এও আপলোড করা হচ্ছে।
সংশোধনীতে উল্লিখিত সংশোধনসমূহ ব্যতীত, ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অন্যান্য সকল বিষয়বস্তু/তথ্য অপরিবর্তিত থাকবে।
আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানা রয়েছে এমন সকল শেয়ারহোল্ডারকে মঙ্গলবার, ২৮.০৪.২০২৬ তারিখে সংশোধনীটি ইমেল করা হয়েছে।
তারিখ : ৩০.০৪.২০২৬
স্থান : হাওড়া

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
(মুসকান মুন্দ্রা)
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
(এসিএস ৭১৬৭৯)

ঝাড়গ্রামে উন্নয়নের নামে গাফিলতি?

৫০ কোটির কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ধস, নিম্নমানের সামগ্রীর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহলে উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হঠাৎ করেই বিতর্কের কেন্দ্রে। হাতি-মানুষ সংঘাত কমাতে গড়ে ওঠা ইকো প্যাসেজ প্রকল্পে ধসের ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও নিরাপত্তা ও নির্মীয়র্মাণ নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। বুধবার ভোরে ঝাড়গ্রামের গুপ্তমণি এলাকায় ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নির্মীয়মাণ একটি আন্ডারপাস ব্রিজের অংশবিশেষ হঠাৎ ভেঙে পড়ে। এই আন্ডারপাসটি মূলত হাতির নিরাপদ চলাচলের জন্য তৈরি করা হচ্ছিল, যাতে নীচ দিয়ে হাতির দল পারাপার করতে পারে এবং উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করে যানবাহন। কিন্তু ঢালাইয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কাঠামোর একটি অংশ ধসে পড়ায় নির্মাণের গুণগতমান নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। জানা গিয়েছে, বনদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প হাতে নেয়। প্রায় ৫০ কোটির বেশি ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই ইকো প্যাসেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। ২০২৫ সাল থেকে শুরু হওয়া এই কাজের নির্ধারিত সময়সীমা ছিল দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সড়ককে উঁচু করে তার নীচ দিয়ে হাতিদের চলাচলের জন্য একটি প্রশস্ত করিডোর তৈরি করা হচ্ছিল। তবে ঘটনার পর থেকেই নির্মাণে গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ব্যবহৃত সামগ্রীর মান এবং কাজের তদারকি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন ছিল। যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের একাংশের দাবি, হাতির চলাচলের ফলেও ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে, তবে সাম্প্রতিক কয়েকদিন ওই রুটে হাতির উপস্থিতির কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো এবং তৃণমূল নেতা দীনেন রায় ও শ্রীকান্ত মাহাতো। তাঁদের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং অব্যবস্থাপনার কারণেই এই ধস। এদিন অজিত মাহাতো কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে অভিযোগ করেন, প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে। তাঁর দাবি, কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলেই এই ধসের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার সভাপতি অশোক মাহাতো ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্ত ও নিয়মিত মনিটরিংয়ের দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনার পর নতুন করে সামনে এসেছে হাতি-মানুষ সংঘাতের দীর্ঘদিনের

সমস্যা। ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড় থেকে প্রতিবছর খাদ্যের সন্ধানে হাতির দল ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুরের জঙ্গলাঞ্চলে চলে আসে। মাঝখানে ব্যস্ত জাতীয় সড়ক থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে;কখনও প্রাণ হারায় হাতি, কখনও মানুষ। সেই প্রেক্ষিতেই এই ধরনের ইকো প্যাসেজ প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছিল। প্রসঙ্গত, এই আন্ডারপাসগুলিকে প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে হাতিরা সহজেই সেই পথ ব্যবহার করতে পারে। পাশাপাশি, জাতীয় সড়কের দু'পাশে বেড়া দেওয়া, 'নো হর্নিং জোন' ঘোষণা করা-সহ একাধিক পদক্ষেপের কথাও ভাবা হয়েছে। তবে গুপ্তমণির এই ধসের ঘটনা গোটা প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তদারকি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। উন্নয়নের এই উদ্যোগ কতটা নিরাপদ ও টেকসই, তা নিয়ে এখনই সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

ফর্ম নং.আইএনসি-১৯
বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২২ অনুযায়ী]

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৫) অনুসরণ করে, কর্পোরেট ভবন, চতুর্থ ফ্লোর, প্লট নং-৩, এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-আইআইআইএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রার (আরওসি কলকাতা-১) এবং/ অথবা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড- ১২২০৫২-এর নিকট একটি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছে যাতে অ্যাসোসিয়েশন অফ জিএফসিটি ওনার্স (CIN: U74994WB2018NPL225633) নামক একটি লিমিটেড কোম্পানিকে তার নামের সাথে 'লিমিটেড' বা ক্ষেত্রবিশেষে 'প্রাইভেট লিমিটেড' শব্দগুলি যোগ না করেই কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৮-এর উপ-ধারা (৫)-এর অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে।
২. **কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ-**
(ক) গ্রিনফিল্ড সিটি, ই৩/৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪, শিবরামপুর রোড, শিবরামপুর, কলকাতা - ৭০০১৪১ (পরবর্তীতে 'প্রেমিসেস' বা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর আশেপাশের অভাবী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ, শৌচাগার নির্মাণ, শিশুদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা/স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, বৃক্ষরোপণ, সৌর বিদ্যুৎ সরঞ্জাম/আলো বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা।
(খ) গ্রিনফিল্ড সিটি, ই৩/৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪, শিবরামপুর রোড, শিবরামপুর, কলকাতা-৭০০১৪১ (পরবর্তীতে 'প্রেমিসেস 'হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এ অবস্থিত প্রেমিসেসটির স্বত্ব, অধিকার এবং স্বার্থ সর্বতোভাবে সংরক্ষণ ও/অথবা রক্ষা করা; যা সকল ইউনিট মালিকদের সদস্যপদ নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ই৩/৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪, শিবরামপুর রোড, শিবরামপুর, কলকাতা - ৭০০১৪১-এ অবস্থিত; এবং উক্ত চত্বর এবং সাধারণ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সাধারণ পরিষেবা/সুযোগ-সুবিধা সমূহের প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ পরিচালনা, প্রদান ও সম্পাদন করা; যার মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, হাউসকিপিং, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সাধারণ অংশ এবং অংশবিশেষে আলোকসজ্জা, লিফট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জেনারেটর, জলের পাম্প, জল পরিশ্রুতকরণ যন্ত্র (ওয়াটার ফিল্টার) এবং ইন্টারকম, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বাগান ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি এবং/অথবা গ্রিনফিল্ড সিটি নামে পরিচিত ভবনের ইউনিটের দখলদার ও মালিকদের জন্য যুক্তিযুক্ত এবং উপকারী বলে বিবেচিত অন্য সকল পরিষেবা প্রদান করা, যা ই৩/৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪, শিবরামপুর রোড, শিবরামপুর, কলকাতা - ৭০০১৪১ ঠিকানায় অবস্থিত।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলের খসড়ার একটি অনুলিপি ই৩/৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪, শিবরামপুর রোড, শিবরামপুর, কলকাতা-৭০০১৪১-এ দেখা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থা যদি এই আবেদনের বিষয়ে কোনো আপত্তি পোষণ করেন, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই আপত্তি কর্পোরেট ভবন, চতুর্থ ফ্লোর, প্লট নং-৩, এফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া-আইআইআইএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রার (আরওসি কলকাতা-১) এবং/ অথবা সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিএরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭ এবং ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড- ১২২০৫০-এর নিকট পত্রের মাধ্যমে জানাতে পারেন। উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি আবেদনকারীর নিকট ই৩/৩৯৮, ওয়ার্ড নং ১৪, শিবরামপুর রোড, শিবরামপুর, কলকাতা-৭০০১৪১ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
তারিখ- ৩০শে এপ্রিল, ২০২৬
আবেদনকারীর নাম (সমূহ)

অ্যাসোসিয়েশন অফ জিএফসিটি ওনার্স-এর পক্ষে
১. রাম নরেশ আগরওয়াল
২. শুভব্রত বসু

এসবিআই আরএসপিসিসি বাঁকুড়া (৬৪১৮২)
৫ম ফ্লোর, চট্টাল'স বিল্ডিং, এসপিবিবি শাখা প্রেমিসেস, নূতনচটি, বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১০১ (পঃবঃ),
ই-মেইল আইডি: sbi.64182@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকা. নং ৩৮১৯৯২২৫৮৫৬

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসপিসিসি বাঁকুড়া** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৭.০২.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা সুমিত রঞ্জন ঘোষ, পিতা- সুধী রঞ্জন ঘোষ, সার্কাস ময়দান, নতুনচটি, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১০১**- কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **৯,৬১,৭৯৫.৬৬/- টাকা (নয় লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত পঁচানব্বই টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ০৫.১২.২০২৫** অনুযায়ী এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **৯,৬১, ৭৯৫.৬৬/- টাকা (নয় লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশত পঁচানব্বই টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) ০৫.১২.২০২৫** অনুযায়ী এবং তৎসহ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসপিসিসি, বাঁকুড়া এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দলিল নং- ২০০০ সালের ২৯৬০
বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি, নতুনচটি মহল্লার অধীনস্থ জে.এল. নং ২২৮, মৌজা- খুদসোল, প্লট নং ২৫৩, এল.আর. আরওআর ২২৯, বাড়ি নং- ২৪০/৪/ডি/৩০, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১০১। **চৌহদ্দি: উত্তরে:** রাস্তা, **দক্ষিণে:** নরেন্দ্র নাথ পাত্রের সম্পত্তি, **পূর্বে:** কার্তিক সিনহার সম্পত্তি, পশ্চিমে- অজয় সরখেলের সম্পত্তি

তারিখ : ২৯.০৪.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড
(পূর্বে মেগাথার্ম ইন্ডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L31900WB2010PLC154236
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট এল-১, ব্লক জিপি, ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, সেক্টর ৫ , সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : ০৩৩৪০৮৮৬২০০ ইমেল cs@megatherm.com ওয়েবসাইট : https://megatherm.com

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং সূচনা

এতদ্বারা মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেড (কোম্পানি) সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ এবং ধারা ১১০ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন সার্কুলার সমূহ এভং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন এভং রেগুলেশনস (বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুনপ্রণয়ন এবং সময়ে সময়ে বলবৎ, সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) সংস্থান অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যগণের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের ২৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত মতে অনুমোদন যাচনা করা হয়েছে।
পোস্টাল ব্যালট এবং পর্যালোচনামূল প্রতিবেদন, উল্লিখিত বিষয়সমূহ অনুমোদনের জন্য সহ নোটিশ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ বা ডিপোজিটরিজ এর নিকট ২৪ এপ্রিল ২০২৬ (কাট অব ডেট) বিধিবদ্ধ আবশ্যিকতার নির্ধারণ সহ নথিভুক্ত করেছেন।
সকল সদস্যকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে :
১. পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত কার্যক্রম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) কর্তৃক প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে।
২. রিমোট ই-ভোটিং পর্ব বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ (সকাল ৯টা আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৯ মে, ২০২৬ (বিকাল ৫টা আইএসটি) পর্যন্ত চলবে।
৩. শুধুমাত্র সেইসব ব্যক্তিই রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, যারা নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্য থাকবেন। যে ব্যক্তি নির্ধারিত শেষ তারিখে শেয়ারহোল্ডার নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেন।
৪. ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী, যার মধ্যে সেইসব সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা কীভাবে ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন, তা পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।
৫. ২০২৬ সালের ২৯ মে, বিকাল ৫টার পর এনএসডিএল কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং নিষ্ক্রিয় করা হবে।
৬. বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https//megatherm.com-এ আপলোড করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.nseindia.com থেকেও দেখা যাবে এবং এটি এনএসডিএল (রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।
৭. পরিচালক পর্ষদ, সদস্যপদ নং এফসিএস ৫৬৮৪ এবং সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস নং ৪৫৫৭ সহ প্র্যাকটিসরত কোম্পানি সচিব শ্রী অঞ্জন কুমার রায়কে, একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ভোটিং প্রক্রিয়া নিরীক্ষণের জন্য একজন নিরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
৮. ফলাফল সোমবার, ১ জুন, ২০২৬ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট (https//megatherm.com), স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এ প্রকাশ করা হবে।
৯. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা এভিপি শ্রীমতী পল্লবী মাত্রে-কে evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
মেগাথার্ম ইন্ডাকশন লিমিটেডের পক্ষে
(CIN L31900WB2010PLC154236)
স্বা/-
(অবন্তি সাহা বসু)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যসংখ্যা নং এ৬৯২৭৬
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০ এপ্রিল ২০২৬

অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড
(CIN: U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বাই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট ৪
[রুল ৮(১) দেখুন]
প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) সহ পঠিত পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে]

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ (এএফএল)** এর অনুমোদিত অফিসার **১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা(গণ) **১. জয়ন্ত কুমার ব্যানার্জী ২. মনোরঞ্জন ব্যানার্জী** ঠিকানা- জেডিইভোক, মামুদপুর, পোঃ- মামুদপুর, সাব-ডিস্ট্রিক্ট ব্যারাকপুর- ১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১৬৬ যারা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছেন-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে **আইএনআর ২৬,১৯,৪৬৩/- টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ উনিশ হাজার চারশত তেষট্টি টাকা মাত্র) ০৫.০২.২০২৬** অনুযায়ী বকেয়া এবং চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এই **২৩ শে এপ্রিল, ২০২৬** তারিখে নিম্ন স্বাক্ষরকারী নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনো রকম লেনদেন না করেন। এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের আইএনআর ২৬, ১৯,৪৬৩/- টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ উনিশ হাজার চারশত তেষট্টি টাকা মাত্র) ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী এবং পূর্ণ পরিশোধ বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির হার অনুযায়ী পরবর্তী সুদ ও খরচ, চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৮) ও সাব সেকশন (১৩)-এর প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদ উদ্ধারের জন্য উপলব্ধ সময়সীমার কথা বলা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

সম্পত্তির বিশদ,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর থানার অধীনস্থ মৌজা- কালুয়া, জে.এল. নং- ২২, আর.এস. দাগ নং- ৮৩৮, তদানুরূপ এল.আর. দাগ নং- ৮১০, আর.এস. খতিয়ান নং- ৫৭৩, তদানুরূপ এল.আর. খতিয়ান নং- ৩৭৯৭ এবং ৩৭৯৮, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং- ১১০৭৩ (পর্চা অনুযায়ী)-এর অন্তর্গত ২ কাঠা, ১৪ ছটাক এবং ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ৭৫০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) পরিমাপের ওএম/০৩ নম্বর ফ্ল্যাটের সম্পত্তির সকল অংশ। এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ১৪৩ নং মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডের অধীনে বর্তমান মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং- ৫০৭/২/১, ডায়মন্ড পার্ক, কলকাতা- ৭০০১০৪ হিসাবে পরিচিত ও চিহ্নিত। সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ- পূর্বে- ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া কেএমসি রাস্তা; পশ্চিমে- ডায়মন্ড কুইন অ্যাপার্টমেন্ট; উত্তরে: ১৪ ফুট চওড়া কেএমসি রাস্তা; দক্ষিণে- বীরেন্দ্র নাথ সামন্তর বাড়ি।
তারিখ: ২৩.০৪.২০২৬
স্থান-: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক,
অ্যাক্সিস ফাইন্যান্স লিমিটেড

আমডাঙায় জমায়েত হঠাতে পুলিশের লাঠিচার্জ

গাইঘাটায় লুঙ্গি পরা ভোটারদের পাঠানো হল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: কেন্দ্রীয় বাহিনী সক্রিয়তায় মানুষ শান্তিতে ভোট দেওয়াতে খুশি। তবে সামান্য কিছু বুথের ভোটকেন্দ্রের মধ্যে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টদের খাবার, চা, জল সরবরাহ করতেও বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। কয়েকটি জায়গায় সকালে ইভিএম মেশিনের সমস্যা হয়। কিছু জায়গায় আলোর সমস্যা হয়। এছাড়া মোটের উপর ভোট শান্তিতে। কোনও বড় গন্ডগোল বা মৃত্যুর ঘটনার খবর নেই। সকাল থেকে মেঘলা আবহাওয়ার জন্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। সকাল থেকেই ভোট কেন্দ্রের সামনে পুরুষ ও মহিলাদের ভিড় দেখা গেছে। বিকেল ৩ টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৭.৩৯ শতাংশ। এরমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি কর্মীদের বাড়াবাড়িও চোখে পড়েছে। ভোটের দিন কাঁচরাপাড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। কাঁচরাপাড়া ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। পাল্টা প্রার্থীকেই বহিরাগত লোক নিয়ে এসেছে বলে দাবি ভোটারদের। ভোটের দিন সকালেই তুমুল হট্টগোল। কাঁচরাপাড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর বচসা। বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকায় বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে বচসা বাঁধে। শুধু তাই নয় গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের কুচলিয়া এলাকায় লুঙ্গি পরে ভোট দিতে যাওয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ কেন্দ্রীয় জওয়ানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা বিধানসভার বেড়গুম এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতর কুচলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোট কেন্দ্রে। যে সমস্ত ভোটাররা লুঙ্গি পরে ভোট দিতে গিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে প্যান্ট পড়ে এসে ভোট দিলেন বেশ কয়েকজন ভোটার। আমডাঙায় জমায়েত হঠাতে পুলিশকে তাড়া করতে দেখা যায়। বাইক নিয়ে বুথ এলাকায় জমায়েতের অভিযোগ ছিল। এরপরেই একশন মোডে আসে পুলিশ ও নামানো হয় র‍্যাফ। আমডাঙা খণ্ডশর্করার ৮৯ নম্বর বুথের ঘটনা। জমায়ের হঠাতে রীতিমতো পুলিশ লাঠি উচিয়ে তাড়া করে। পাড়ার মধ্যে অলিতে গলিতে পুলিশকে তাড়া করতে দেখা যায়। নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি নির্দেশ, কোনও ভাবেই ১০০ মিটার অর্থাৎ লক্ষ্মণ রেখা অতিক্রম করতে পারবে না, এলাকায় জমায়েত বাইক নিয়ে টহল চলবে না, আর এমন দেখলেই পুলিশ একশন মোডে নামে। যার সকাল সকাল সাক্ষী থাকল আমডাঙা।

তারকেশ্বরে বাড়িতে ঢুকে বয়স্কদের উপর ‘লাঠিচার্জ’ বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: হুগলির তারকেশ্বর বিধানসভায় রাজ্যের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে একাধিক কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ‘অতিসক্রিয়তা’ এবং ভোটারদের মারধরের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারকেশ্বর বিধানসভার বালিগরি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিগরি অধর মণি দত্ত বিদ্যমন্দির স্কুলে ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১ চারটি বুথের ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছিল। তারকেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহ রায়ের অভিযোগ, ‘বুথের ভিতর জায়গা থাকলেও ভোটারদের বাইরে রোদে দাঁড় করিয়ে

রাখা হচ্ছিল। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বলতে যাওয়ায় অতর্কিত লাঠিচার্জ করে বুথে দায়িত্ব প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।’ তৃণমূলের আরও অভিযোগ, লাঠিচার্জের সময়ে কয়েকজন পালিয়ে পাশের বাড়িতে ঢুকে যায়। পরে তাঁরা বেরিয়ে চলে যান। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা সেই বাড়িতে ঢুকে বাড়ির বয়স্ক লোকেদের উপরেও লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। মহিলাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ করে তৃণমূল। এমনকী ক্যান্সারে আক্রান্ত এক মহিলাকে ফেলে মারা হয় বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহ রায়। ঘটনায় খতিয়ে দেখে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন রামেন্দু সিং রায়। যদিও পাল্টা বিজেপি প্রার্থীর দাবি, ‘জমায়েত সরাতেই লাঠিচার্জ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জমায়েত করলে লাঠিচার্জ করা হতেই পারে।’

পূর্ব বর্ধমানে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: সকাল থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে, সকাল সকাল ভোট দেওয়ার প্রবণতা ভোটারদের মধ্যে। পাশাপাশি দেখা গেছে সিআরপিএফ জওয়ান এবং সাজোয়া গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। পূর্ব বর্ধমানে বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে জামালপুরের ১৮৮ ও ১৮৯ নম্বর বুথ সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই নির্দিষ্ট বুথগুলিতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভোটারদের ওপর শারীরিক নিগ্রহ চালানো হয়েছে। অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ভোটারদের হাতে থাকা পরিচয়পত্র ও নির্বাচনী স্লিপ কেড়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা ছিঁড়ে ফেলার মতো গুরুতর অভিযোগও সামনে এসেছে। সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেছেন, তাঁদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বুথ চত্বর থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অনেকেই মারধরের চোটে ভোট না দিয়েই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া যখন ঠিক, সেই সময়েই পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের পুবার গ্রামের ২৪ নম্বর বুথের সামনে থেকে এক মর্মস্পর্শী ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। সেখানে দেখা গেল, জীবনের ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আসা মহম্মদ শহিদুল্লা শেখ নামক এক ৭৬ বছর বয়সী বৃদ্ধ এবার ভোট দিতে না পেরে বুথের বাইরেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনেও তিনি স্বচ্ছন্দে নিজের অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু ২০২৬-এর এই গুরুত্বপূর্ণ লগ্নে এসে হঠাৎই তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। হাতে বৈধ ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বুথ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যা প্রত্যক্ষদর্শীদেরও ব্যথিত করে তুলেছে।

অন্যদিকে, বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাস এবং বিজেপির প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র মধ্যে রীতিমতো চলছে ভোট যুদ্ধর সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধ। কেউ কাউকে এক চিলতে জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি নন। একদিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজেপির প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, ‘পরিবর্তন আসছে, মানুষ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ বিজেপিকে গ্রহণ করেছে এবং বিজেপি সরকারকে তারা গঠন করবে মনস্থির করেছে।’ জয়ের ব্যাপারে মৌমিতা বিশ্বাস মিত্র জানান, তিনি ১০০ শতাংশ আশাবাদী। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর বক্তব্য, মা মাটি মানুষের পক্ষে মানুষের রায় দান হবে।

সন্ত্রাসের ছায়া পেরিয়ে শান্তির ভোট আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাংলার নির্বাচনী রাজনীতিতে বহুদিন ধরেই একটি অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে, ভোট মানেই সন্ত্রাস, বুথ দখল, ছাপ্পা এবং রিগিং। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে এই প্রবণতা ছিল আরও প্রকট। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই চেনা ছবিতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে আরামবাগ মহকুমায়। এই মহকুমার চারটি বিধানসভা। গোঘাট, পুরশুড়া, খানাকুল ও আরামবাগে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। দুই একটি জায়গায় ছোট খাটো ঘটনা ছাড়া, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয়তায় শান্তিপূর্ণ ভোট করল নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার পর দ্বিতীয় দফাতেও এই মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে স্বতঃস্ফূর্ত, তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের যে ছবি উঠে এসেছে, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ যোগ্য। এরই মধ্যে অন্যতম নজরকাড়া পরিবর্তন দেখা গিয়েচ্ছে আরামবাগ মহকুমায়। সকাল থেকেই লম্বা লাইন ভোটারদের।

যেখানে একসময় ভোট মানেই আতঙ্ক ছিল, সেখানে এবার অনেকটাই শান্ত পরিবেশে ভোট সম্পন্ন হয়েছে। অতীতের দিকে তাকালে বোঝা যায়, এই পরিবর্তনের গুরুত্ব কতটা। ১৯৭২ সালের নির্বাচন থেকেই বাংলায় ভোটে রিগিং ও বুথ দখলের অভিযোগ বড় আকার নিতে শুরু করে। পরবর্তী কয়েক দশকে সায়েন্টিফিক রিগিং শব্দটি রাজনৈতিক অভিধানে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরামবাগ মহকুমার বহু জায়গায় বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি, বহু আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হয়েছিল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও একাধিক হিংসা ও মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটেও আরামবাগের বিভিন্ন জেলায় বোমাবাজি, সংঘর্ষ, প্রাণহানির ঘটনা মানুষের মনে আতঙ্ক বাড়িয়েছিল। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে আরামবাগ মহকুমা বরাবরই স্পর্শকাতর হিসেবে পরিচিত ছিল। খানাকুল, গোঘাট কিংবা পুরশুড়া এইসব এলাকায় অতীতে ভোটের দিন সংঘর্ষ, বুথ দখল, রাজনৈতিক বিবাদ ছিল প্রায় নিয়মিত ঘটনা। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে আরামবাগ মহকুমায় কোনও গন্ডগোলের অভিযোগ নেই। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ বলেন, ‘গণতন্ত্রের উৎসবে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছে। পুরশুড়ার মানুষ নির্ভয় ভোট দিয়েছে। তাই বিজেপির জয় নিশ্চিত।’ অপরদিকে আরামবাগের তৃণমূল নেতৃত্বও স্বীকার করেছে, মহকুমা জুড়েই শান্তি পূর্ণ ভোট হয়েছে। সবমিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভোট পরিচালনায় খুশি সাধারণ মানুষ।

মিনাখাঁয় একাধিকবার ইভিএম মেশিন খারাপে ক্ষুব্ধ ভোটাররা

সিন্দেশখালিতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: বার বার এভিএম মেশিন খারাপ হল। সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাররা, দুপুর পর্যন্ত ভোট দিতে না পারায় ক্ষোভের সঞ্চার হয় ভোটারদের মধ্যে। মিনাখাঁ বিধানসভার ১৯১ নম্বর বুথের ঘটনা। লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের অভিযোগ, এই বুথের ইভিএম মেশিন সকাল থেকে তিনবার খারাপ হয়। কমিশনের পক্ষ থেকে মেশিন ঠিক করে দিয়ে যাওয়ার পরে আবারও খারাপ হয়। সকাল থেকে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ভোটারদের। একদিকে যেমন মেশিন বারবার কেন খারাপ হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন ভোটাররা। অন্যদিকে, তাড়াতাড়ি মেশিন ঠিক করে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু করার দাবিও জানিয়েছিলেন তাঁরা।

অন্যদিকে, সন্দেশখালিতে ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়ায় তৃণমূল-বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি, মারপিট বাধে। সন্দেশখালি দু’নম্বর ব্লকের মনিপুর অঞ্চলে ২৪২ ও ২৪৩ নম্বর বুথের ঘটনা। বিজেপির অভিযোগ, যে সমস্ত ভোটার ভোটদানের জন্য ভোটকেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদেরকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। খুলনা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি প্রভাকর দাসের লোকজন বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ভোট দিতে গিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ভোট দিতে গিয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। আর এক্ষেত্রে অভিযোগ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম পূর্ণচন্দ্র দোলুই (৮০)। ঘটনাটি ঘটেছে উদনারায়ণপুর বিধানসভার কুরিট গ্রামের ২৪৫ নম্বর বুথ বলরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে। বৃদ্ধার ছেলের দাবি, পূর্ণচন্দ্র একা চলতে পারেন না। তিনি যেতে চাওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আপত্তি করেন। বচসার মাঝেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান দু’জনকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। সেই ধাক্কাতেই পড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে যান পূর্ণচন্দ্র। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে বুধবারের ভোটে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। তাজপুর মীরপাড়ায় আইএসএফ ও সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অশান্তির জেরে এক তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিতে ভোট হওয়ার জন্য খুশি ভোটাররা।

সিঙ্গুরে তৃণমূল প্রার্থী বেচারামের নেতৃত্বে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে থানা ঘেরাও করে চলে বিক্ষোভ। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগের রাতে উত্তপ্ত সিঙ্গুর। গভীর রাতে থানার সামনে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের। অভিযোগ, তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বাড়ি থেকে থানায় তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। অন্যদিকে, সিঙ্গুরে আরেক তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার রাত। হঠাৎ সিঙ্গুর থানার সামনে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে পৌঁছন বেচারাম মান্না। থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গেটের সামনে মাটিতে বসেই চলে বিক্ষোভ, স্লোগান। দাবি তোলেন, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে। বেচারামের অভিযোগ, রাতেই অঞ্চল সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলকে থানায় তুলে নিয়ে এসে আটকে রেখেছে পুলিশ। তিনি বলেন, ‘সোমবার রাত থেকেই বেছে বেছে তৃণমূল কর্মী-নেতাদের বাড়ি গিয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী হুমকি দিচ্ছে। তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় বসিয়ে রাখা হচ্ছে। তাঁদের ভয় দেখানো হচ্ছে। থানায় যাঁদের নামে কোনও অভিযোগ নেই, তাঁদের থানায় নিয়ে এসে হয়রানি করা হচ্ছে। আজও আমাদের অঞ্চলের সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলকে তুলে নিয়ে এসেছে। তার বিরুদ্ধেই আমরা থানায় বসছি। বিজেপিকে জেতানোর জন্য এই কাজগুলি করা হচ্ছে। যতক্ষণ না ছাড়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবাদ চালিয়ে যাব।’ পরে অঞ্চল সভাপতিকে ছেড়ে দিলে রাতে বিক্ষোভ তুলে নেন বেচারাম মান্না।

অন্যদিকে, সিঙ্গুরের বুড়িগ্রাম এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, তৃণমূল কর্মী সনৎ কুমার ধারা রাতে বাড়ির সামনে বসেছিল। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। তৃণমূল কর্মী বলেন, ‘আমি রাতে খাবার খেয়ে বাড়ির বাইরে বসেছিলাম। আমাকে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে জিজ্ঞেস করে কেন বাইরে বসে আছি। আমি জানাই, আমার ভাঙা ঘর। বিদ্যুত নেই। এটা বলার পরই আমাকে খুব মারধর করা হয়। তারপর ওখান থেকে পালাতে বাধ্য হই।’ পরে তাঁকে সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর হাতে তিনটে সেলাই পড়েছে। আহত কর্মীকে দেখতে হাসাপাতালে গিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী বেচারাম মান্না।

হুগলির উত্তরপাড়ার একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে সিপিআইএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখার্জী এবং তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্য বিনিময়।

শান্তিপূর্ণ ভোটে জোর

আরামবাগ জুড়ে কড়া নাকা চেকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট গ্রহণ পর্বকে ঘিরে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রশাসন। একদিকে যখন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ চলছে, অন্যদিকে গোটা মহকুমাজুড়ে জোরদার করা হয়েছে নাকা চেকিং। বিশেষ করে সামতা, আকরুল-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল, বর্ডার এলাকা এবং স্পর্শকাতর অঞ্চলগুলিতে পুলিশের কড়া নজরদারি লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী বিধি মেনে অবৈধ অর্থ, মদ, অস্ত্র বা কোনও রকম বেআইনি সামগ্রী যাতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাচার না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই নাকা চেকিং জোরদার করা হয়। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অস্থায়ী চেকপোস্ট তৈরি করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে গাড়ি তল্লাশি চালায়। সন্দেহজনক যানবাহনকে থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি যাত্রীদের পরিচয়ও খতিয়ে দেখা হয়। পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, ‘ভোট প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছি। কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। বর্ডার এলাকা এবং সংবেদনশীল বুথগুলিতে বাড়তি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।’ তাঁরা আরও জানান, নির্বাচনের দিনগুলিতে অপরাধমূলক কার্যকলাপ বা দুষ্কৃতীদের গতিবিধি রুখতে এই ধরনের নাকা চেকিং অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেয়। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন রাখতে পুলিশ প্রশাসন দিনরাত এক করে কাজ করছে। এদিকে, প্রশাসনের এই কড়া নজরদারিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ভোটারদের একাংশের মতে, এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় তারা নিশ্চিন্তে ভোটদান করতে পারছেন। সবমিলিয়ে, আরামবাগ মহকুমায় শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেতুগ্রামে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটের দিন তাজা বোমা উদ্ধার পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম বিধানসভায়। কেতুগ্রাম বিধানসভার বিরুরী গ্রামের ৩৫ নম্বর বুথ থেকে কিছুটা দূরেই উদ্ধার হয় ছয়টি তাজা বোমা। বুথ থেকে স্বল্প দূরেই একটি ফাঁকা জায়গায় লাইলনের একটি ব্যাগের মধ্যেই উদ্ধার হয় তাজা বোমা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যাগের মধ্যে ছয়টি তাজা বোমা দেখেতে পাওয়া যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানরা পৌঁছায়। যেখানে বোমা উদ্ধার হয় সেই জায়গাটিকে ঘিরে ফেলা হয়। এরপরেই বোম্ব স্কোয়ার্ডকে খবর দেওয়া হলে, একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা গুলি নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া শুরু করে। পুলিশ আগেই সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার বিষয়ে কিছুই বলতে চায় নি। তবে প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে ভোটের দিন বুথ সংলগ্ন জায়গায় বোমা পাওয়া গেল? কি কারণে রাখা হয়েছি বোমা গুলি? কারাই বা রেখেছিল? সেই নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্বস্থলী দক্ষিণে ‘ভূতুরে’ ভোটদানের অভিযোগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসে। চরগোয়াল পাড়া এসএসকে স্কুলের ১১৫ নম্বর বুথে ভোট দিতে এসে বিপাকে পড়েন চরগোয়াল পাড়ার

বাসিন্দা মনোয়ারা খাতুন। অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন তাঁর ভোট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর ভোট দেওয়ার আগেই অন্য কেউ তাঁর ভোট দিয়ে দিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন মনোয়ারা খাতুন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রিজাইডিং অফিসারকে জানান। তবে তাঁর অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও প্রিজাইডিং অফিসার কেউই এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি। ‘আমরা কিছু জানি না’ বলেই দায় এড়িয়ে যান তাঁরা বলে দাবি ওই মহিলার। ফলে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পেরেই হতাশ হয়ে বুথ থেকে ফিরে যেতে হয় তাঁকে।

গণতন্ত্রের ডাকে শতায়ু

আরামবাগে নজির গড়লেন ১১১ বছরের বৃদ্ধ ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ১১১ বছর বয়সেও গণতন্ত্রের টানে, ছেলের হাত ধরে ভোট দিলেন মহম্মদ সুলতান। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যেন এক অন্যরকম ছবি তুলে ধরল আরামবাগে। রাজনৈতিক উত্তাপ, প্রচার আর সংঘর্ষের মাঝেও উঠে এল এক অনুপ্রেরণার গল্প। গণতন্ত্রের প্রতি অদম্য বিশ্বাসের গল্প। আরামবাগের ২৬৫ নম্বর বুথে বুধবার দেখা গেল বিরল দৃশ্য। বয়স ১১১ বছর, তবুও ভোটাধিকার প্রয়োগে অনড় আরান্ডী গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ সুলতান। শারীরিক দুর্বলতা থাকলেও গণতন্ত্রের এই উৎসব থেকে নিজেকে দূরে রাখেননি তিনি। ছেলের হাত শক্ত করে

ধরে পৌঁছে গেলেন ভোটকেন্দ্রে। গ্রামের মানুষজন, ভোটকর্মী থেকে শুরু করে নিরাপত্তারক্ষীরা, সবার নজর কাড়েন শতায়ু এই ভোটার। অনেকেই এগিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করেন, আবার কেউ কেউ মোবাইলে সেই মুহূর্ত ধরে রাখেন। যেন মুহূর্তটি হয়ে ওঠে ইতিহাসের সাক্ষী। ভোট দেওয়ার পর হাসি মুখে মহম্মদ সুলতান বলেন, ‘আমি ছোটবেলা থেকে ভোট দিয়ে আসছি। তখন এত কিছু ছিল না, তবুও ভোট দিতাম। এখন শরীর আর আগের মতো নেই, কিন্তু ভোট না দিলে মন শান্তি পায় না। যতদিন বাঁচব, ততদিন ভোট দেব। এটা আমার দায়িত্ব।’ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে তাঁর মুখে চওড়া হাসি। তাঁর কণ্ঠে বয়সের ভার থাকলেও ছিল দৃঢ়তা আর দায়িত্ববোধের স্পষ্ট ছাপ। সুলতানবাবুর ছেলে জানান, ‘বাবার ইচ্ছেটা খুব শক্ত। আমরা অনেকবার বলেছিলাম, এই বয়সে আর কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু উনি মানেন নি। সকাল থেকেই বলছিলেন আমাকে ভোট দিতে নিয়ে চল। তাই আমরা ওনাকে নিয়ে আসি। বাবার এই ইচ্ছাশক্তি আমাদেরও অনুপ্রাণিত করে।’ তিনি আরও বলেন, ‘গণতন্ত্রের প্রতি বাবার এই ভালোবাসা দেখে সত্যিই গর্ব হয়। আজকের দিনে অনেকেই ভোট দিতে আগ্রহ দেখান না, সেখানে বাবার মতো একজন মানুষ আমাদের অনেক বড় শিক্ষা দিয়ে গেলেন।’ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হয় এক আবেগঘন পরিবেশ। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত অনেকেই বলেন, ‘সুলতানবাবুর মতো মানুষরা গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি।’ রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে এই ঘটনা যেন মনে করিয়ে দিল। গণতন্ত্র কেবল ভোটের লড়াই নয়, এটি মানুষের অধিকার, দায়িত্ব এবং বিশ্বাসের এক অমূল্য প্রতীক। আর সেই বিশ্বাসই ১১১ বছর বয়সেও জীবন্ত করে তুললেন আরান্ডীর মহম্মদ সুলতান।

ভোটারদের মারধরের অভিযোগ বাহিনীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আউশগ্রাম বিধানসভার গেঁড়াই গ্রামের ৯, ১০, ১১ নম্বর বুথে সাধারণ ভোটারদের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জের অভিযোগ। সকাল থেকেই সংখ্যালঘু ভোটাদের বুথ গুলোতে গিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা ভূমিকায় দেখা যায় বলে অভিযোগ। আউশগ্রাম ২ ব্লকের অমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গেঁড়াই উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনটে বুথে ভোট গ্রহণ হয়। গ্রামের সাধারণ মানুষদের পাশাপাশি বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বও অভিযোগ তোলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে। এদিকে ৯ নং বুথে নির্বাচন কর্মীদের জল দেওয়ার বরাত পাওয়া ইনতাজ আলী ওরফে ভোলাকে ভাষা সমস্যার জন্য বেধড়ক মারধর করে কেন্দ্রীয় বাহিনী বলে অভিযোগ। পরে তাঁকে রাস্তায় ফেলে পালায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাড়ির মহিলাদের স্নানের ঘরেও ঢুকে গিয়ে মারধর করেছে বাহিনী। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা আহতদের চিকিৎসা করাতেও যেতে দেয় নি। গোটা গ্রাম জুড়ে থমথমে পরিবেশ থাকে। তার মাঝেই ভোট গ্রহণ শেষ হয়।

বিশেষ বিমানে লেহতে বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ

বুদ্ধ পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

লেহ, ২৯ এপ্রিল: মহাত্মা বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষ বুধবার সকালে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে নয়াদিল্লি থেকে লাদাখের রাজধানী লেহতে এসে পৌঁছেছে। জনসাধারণের দর্শনের জন্য এই দেহাবশেষ আনা হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এসে পৌঁছনো এই দেহাবশেষ হেড অফ স্টেটের মর্যাদাপ্রাপ্ত। লেহর বিমানবন্দরে ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ রীতিতে অভ্যর্থনা জানানোর পর, সেগুলোকে চোগলামসারের জেভেটসালে নিয়ে যাওয়া হয়। লাদাখে ১ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত এই দেহাবশেষ জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, একাধিক দেশের রাষ্ট্রদূত এবং হাই কমিশনারদেরও লেহ-তে যাওয়ার কথা রয়েছে।

বুধবার লেহর বিমানবন্দরে বিভিন্ন মঠের ধর্মগুরু, বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে পবিত্র নিদর্শনকে স্বাগত জানান। বিমান থেকে নামার পর আনুষ্ঠানিক আচার সম্পন্ন করা হয় এবং সেগুলিকে জেভেটসালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানবন্দর থেকে জেভেটসাল পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথে হাজার হাজার ভক্ত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পুষ্প অর্পণ করেন। পুরো রাস্তাটি ঐতিহ্যবাহী ভাবে সজ্জিত করা হয় এবং অনেক স্থানে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

লাদাখের উপরাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং লাদাখের জনগণ বছরের পর বছর ধরে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। লেহর চোগলামসারের জেভেটসালে বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে পবিত্র নিদর্শন স্থাপিত হয়েছে। ১ মে থেকে ১৫ মে পর্যন্ত আমজনতার দর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই সময়ে ভারত ও

বিদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের আগমনের প্রত্যাশা প্রশাসনেরও সেই কারণে আগাম প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। প্রদর্শনী স্থলে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছেউ সেখানে লাদাখের পুলিশ যেমন আছে, তেমনই কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাও মোতায়েন করা হয়েছে। পুরো এলাকা সিসিটিভি এবং ড্রোন নজরদারির আওতায় রয়েছে। ভিড়ের চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থাও বিশেষ ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য চিকিৎসা শিবির, অ্যাম্বুলেন্স, পানীয় জল, অস্থায়ী শৌচাগার এবং গণপরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানস্থলে একটি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে, যেখান থেকে নিরাপত্তা, যান চলাচল এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সঠিক সময়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

১ মে, বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে জেভেটসালে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন বৌদ্ধ রীতি অনুসারে প্রার্থনা, ধ্যান এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হবে। এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তাতে ঐতিহ্যবাহী লাদাখের শিল্প ও সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দু'দিনের সফরে ৩০ এপ্রিল লাদাখে পৌঁছবেন। তিনি ১ মে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে জেভেটসালে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশের রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরাও এই সময়ে লেহতে এসে পৌঁছচ্ছেন।

মে মাসের শুরুতেই ক্রমবর্ধমান পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে হোটেল, গেস্ট হাউস এবং পরিবহন ব্যবস্থা সুগম করা হয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসন পর্যায়ক্রমিক প্রবেশ ব্যবস্থা চালু করছে। এই অনুষ্ঠানের জন্য লেহ শহরকে বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছে। রাস্তা, জনবহুল স্থানগুলিতে এক হাজারেরও বেশি ফুলের টব দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিশেষ ভবন এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। লেহ প্রাসাদ এবং অন্যান্য স্থানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত হয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন, এর ফলে শহর জুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পবিত্র নিদর্শন জাঁস্কর অঞ্চলেও প্রদর্শিত হবে। সেখানে ১১ এবং ১২ মে দর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষভাবে পরিবহন ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরাও দর্শনের সুযোগ পান।

পবিত্র নিদর্শনগুলি উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলার পিপরাহওয়া স্তূপের সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ আমলে হওয়া খননকার্যের ফলে একটি পাথরের পাত্রে বুদ্ধর নিদর্শন, রত্ন এবং অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল। এই আবিষ্কার বৌদ্ধ ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ দ্বারা পরিচালিত খননকার্যে পাত্র এবং অস্থি-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়, যেগুলোকে বুদ্ধের নিদর্শন হিসেবে নিশ্চিত করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর নিদর্শনসমূহকে আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই নিদর্শনগুলো বিভিন্ন স্থানের স্তূপে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক এই নিদর্শনগুলো একত্র করে হাজার স্তূপ নির্মাণের নির্দেশ দেন। এর মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ব্রিটিশ আমলে পিপরাহওয়া থেকে উদ্ধার হওয়া নিদর্শনের একটি অংশ বিভিন্ন জাদুঘরে পাঠানো হয়। কিছু রত্ন ও পবিত্র নিদর্শন বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। আবার অনেক নিদর্শন ভারতেই সংরক্ষণ করা হয়েছিল। এই নিদর্শনগুলি জাতীয় জাদুঘর-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত এই পবিত্র নিদর্শনগুলি ভারত ও বিদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। এই নিদর্শনগুলি মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমারের মতো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছেউ বহু ভক্ত তা দর্শন করেছেন। আর ভারতে এই পবিত্র নিদর্শনগুলি জাতীয় জাদুঘর (নয়াদিল্লি), গুজরাতের ভাদনগর, মুম্বই, পাটনা, রাজগির, কলকাতা, ভুবনেশ্বর, অমরাবতী এবং সারনাথের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে প্রদর্শন করা হয়েছে।

দিল্লি হাইকোর্টে কেজরিওয়ালদের বেকসুর মুক্তির বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের আর্জির শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: দিল্লি আবগারি দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-সহ ২২ অভিযুক্তকে ট্রায়াল কোর্টের বেকসুর মুক্তির বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের দায়ের করা আবেদনের শুনানি বুধবার করবে দিল্লি হাইকোর্ট। শুনানি দেবেন বিচারপতি স্বর্ণকান্ত শর্মা। জানা গেছে, কেজরিওয়াল এবং মনীশ সিসোদিয়া, দু'জনেই ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে কোনও তাঁদের যুক্তি উপস্থাপনা পেশ করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাঁরা চিঠি দিয়ে আদালতকে জানিয়েছেন,

বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মার বেঞ্চে তাঁদের আস্থা নেই এবং তাঁরা 'সত্যাগ্রহে'র পথ বেছে নেবেন। এর আগে ২০ এপ্রিল বিচারপতি শর্মা এই মামলায় শুনানি থেকে সরে দাঁড়ানোর আবেদন খারিজ করে স্পষ্ট জানান, তিনি নিরপেক্ষভাবেই সিদ্ধান্ত দেবেন। বিচারপতির বক্তব্য, তাঁর দীর্ঘ বিচারক জীবনে তিনি কখনও প্রভাবিত হননি এবং এখানেও হবেন না। উল্লেখ্য, কেজরিওয়াল পক্ষের অভিযোগ ছিল, প্রথম শুনানিতেই অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনে ট্রায়াল কোর্টের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এই প্রেক্ষাপটে আজকের শুনানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

গুরুগ্রামের একাধিক স্কুলে ভুয়ো বোমা হামলার হুমকি

গুরুগ্রাম, ২৯ এপ্রিল: গুরুগ্রামের ফের ভুয়ো বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হল অন্তত ১০টি স্কুলে। বুধবার সকালের ঘটনা। খবর দেওয়া হয় পুলিশেউ এরপর পুলিশ এসে ওইসব স্কুলের পড়ুয়াদের সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তল্লাশি শুরু করে। বোমা হামলার হুমকি পাওয়া একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ৮টা ৩৩ মিনিট নাগাদ এই হুমকি ইমেল আসে। ততক্ষণে পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভয় পেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।পুলিশ জানিয়েছে, শ্রী রাম, অ্যামিটি এবং এইচডিএফসি স্কুল-সহ অন্তত ১০টি স্কুল সকাল ৮টা ৩৩ মিনিটে হুমকি দিয়ে ইমেল আসে। তখন ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল, ফলে পড়ুয়ারা স্কুলেই ছিল। তাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তল্লাশিতে কোনও বোমা উদ্ধার হয়নি।

ইজরায়েলের হামলায় হিজবুল্লাহর বিশাল সুড়ঙ্গ ধ্বংস, নিহত বহু

লেবানন/তেল আভিভ, ২৯ এপ্রিল: দক্ষিণ লেবাননে বড়সড় সামরিক অভিযানে হিজবুল্লাহর একটি বিশাল ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ধ্বংস করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। ইজরায়েলের দাবি, এই হামলায় বহু জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে অভিযানের কথা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, হিজবুল্লাহর সন্ত্রাসী পরিকাঠামো ভেঙে দিতে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই অভিযান চলবে। ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস সূত্রে জানা গিয়েছে , প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গটি লেবাননের কন্তারা এলাকায়, মাটির প্রায় ২৫ মিটার নিচে তৈরি করা হয়েছিল। সুড়ঙ্গের ভিতরে ছিল প্রায় ৩০টি কক্ষ এবং সেখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র মজুত ছিল।

কেদারনাথ যাত্রার প্রথম সপ্তাহেই দু' লক্ষের বেশি ভক্তের দর্শন

দেরাদুন, ২৯ এপ্রিল: বিশ্বখ্যাত কেদারনাথ মন্দিরে তীর্থযাত্রার প্রথম সপ্তাহেই ভক্তদের ঢল। মন্দিরের কপাট খোলার পর মাত্র এক সপ্তাহে দু' লক্ষেরও বেশি ভক্ত 'বাবা কেদারে'র দর্শন করেছেন।

বুধবার রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৫২ জন ভক্ত কেদারনাথ ধামে পুজো দিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান ভিড়ের মধ্যেও যাতে ভক্তদের নির্বিঘ্নে দর্শন করানো যায়, সে জন্য প্রশাসনের তরফে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মন্দিরে আগত ভক্তদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করে দর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ডিউটিতে থাকা কর্মীরা নিয়মিত ভাবে যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করছেন। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ, এসডিআরএফ ও ডিডিআরএফের যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার ও সহায়তা পরিষেবা জোরদার

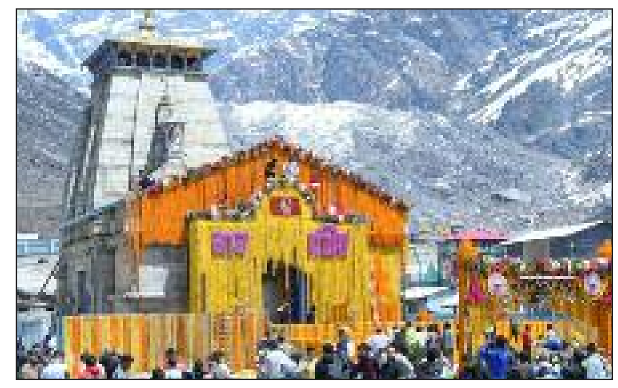

করা হয়েছে। যাত্রাপথে আটটি 'হারানো-প্রাপ্তি কেন্দ্র' (লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড) স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার ও বিচ্ছিন্ন ভক্তদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ২৬৫টি সহায়তা কল পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০০ জন বিচ্ছিন্ন ভক্তকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৩০টি মোবাইল ফোন, ৪৫টি মানিব্যাগ ও ব্যাগ এবং ১০টি মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন জানিয়েছে, বয়স্ক ও অসহায় ভক্তদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে তাঁরা সহজে মন্দিরে দর্শন করতে পারেন।

নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাত দিনের মধ্যেই টিকিট বুকিং পরিষেবা মিলতে পারে

নয়ডা, ২৯ এপ্রিল: ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিয়োরিটির (বিসিএএস) অনুমোদন মেলার পর নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা চালুর পথ কার্যত পরিষ্কার হয়ে গেল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই টিকিট বুকিং পরিষেবা শুরু হতে পারে। বুধবার যমুনা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড (ওয়াইএপিএল) জানিয়েছে, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এখন বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে পরিষেবা শুরুর দিনক্ষণ নির্ধারণের কাজ চলছে। সব ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত ভাবে প্রস্তুত করে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদভাবে পরিষেবা শুরু করাই লক্ষ্য। প্রাথমিক ভাবে মে মাসের শেষের দিকে ১৭টি শহরের সঙ্গে বিমান পরিষেবা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র দেশীয় ও পণ্যবাহী উড়ান চালু হবে। এই পরিষেবা চালুর জন্য ইন্ডিগো , এয়ার ইন্ডিয়া এবং আকাসা এয়ার-এর সঙ্গে আলোচনা চলছে। টিকিট বুকিং শুরু হলেই গন্তব্য শহরগুলির তালিকাও প্রকাশ করা হবে। অধিকাংশ প্রশাসনিক ও কারিগরি বাধা ইতিমধ্যেই দূর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সংস্থার শীর্ষ পদে পরিবর্তন এনে নীতু সমরাকে অন্তর্বর্তী প্রধান নির্বাহী আধিকারিক করা হয়েছে এবং ক্রিস্টোফ শ্নেলমানকে পরিচালনা পর্ষদে কার্যনির্বাহী সহ-সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া যাত্রী পরিষেবার শুল্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে। এয়ারপোর্ট ইকোনমিক রেগুলেটরি অথরিটি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে আলোচনা করেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য ব্যবহার উন্নয়ন ফি নির্ধারণ করা হতে পারে, যা ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০৩১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রযোজ্য হতে পারে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৮ মার্চ এই বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৩৩৪ হেক্টর এলাকায় নির্মিত এই প্রকল্পে রানওয়ে, যাত্রী টার্মিনাল, নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার এবং পণ্যবাহী কেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে। আন্তর্জাতিক টার্মিনালের কাজ এখনও চলছে। কর্তৃপক্ষের আশা, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিয়মিত বিমান পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে।

পশ্চিম সিংভূমে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান যৌথ বাহিনীর

পশ্চিম সিংভূম, ২৯ এপ্রিল: ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার কোলহান জঙ্গলে বুধবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই চলল মাওবাদীদের। পশ্চিম সিংভূম থানার এসপি অমিত রেনু জানান, গোইলকেরা ও টন্টো থানার লাগোয়া জঙ্গলে জেলা পুলিশ ও সিআরপির একটি যৌথ বাহিনী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল। সেই সময়ে হঠাৎই বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মাওবাদীরা। পাল্টা হামলা করে যৌথ বাহিনীও। তবে

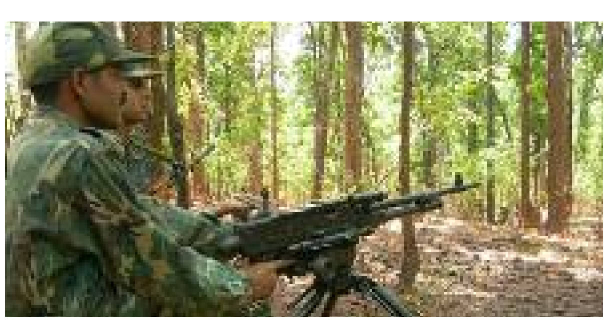

হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। এসপি অমিত রেনু বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী সম্পূর্ণ কৌশল নিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল শীর্ষ মাওবাদী নেতাদের গ্রেফতার করা ও নিষ্ক্রিয় করা। তিনি আরও জানান, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে, আশেপাশের গ্রামগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের জঙ্গলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই নকশাল প্রভাবিত এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ময়দান

সেমিফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্নকে হারাল পিএসজি

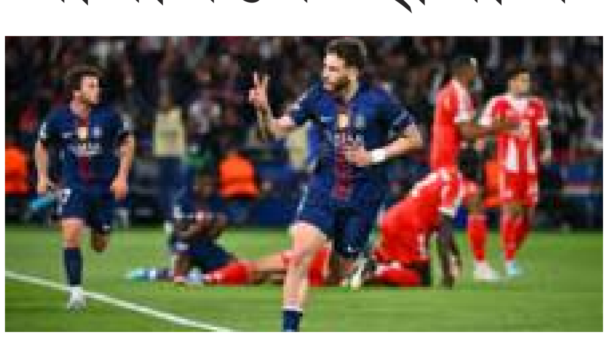

প্যারিস, ২৯ এপ্রিল: মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে খভিচা কভারাতসখেলিয়া ও উসমান দেম্বেলে দুটি করে গোল করায় প্যারিস সেন্ট-জার্মেইন বায়ার্ন মিউনিখকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে। এই অসাধারণ ম্যাচটি প্রতিযোগিতার এই পর্যায়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের ম্যাচে পরিণত হয়েছে। হ্যারি কেইনের গোলে পিছিয়ে পড়া পিএসজিকে সমতায় ফেরান খাভিচা কাভারাৎসখেলিয়া। এরপর জোয়াও নেভেস এগিয়ে নেন স্বাগতিকদের। সেই গোল মাইকেল ওলিসে শোধ করার পর প্রথমার্ধেই উসমান দেম্বেলের গোলে আবার লিড পায় লুইস এনরিকের দল। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় গোল করে দলকে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে নেন কাভারাৎসখেলিয়া ও দেম্বেলে। পরে দুটি গোল শোধ করেন দায়ত উপামেকানো ও লুইস দিয়াস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালের এক লেগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এটি। আর ইউরোপিয়ান কাপ যুগ হিসাবে নিলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ, ১৯৫৯-৬০ মরসুমে রেঞ্জার্স ও আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগ শেষ হয়েছিল ৬-৩ গোলে। ২০২১ সালের এপ্রিলের পর এই প্রথম ইউরোপ সেরার মঞ্চে বায়ার্নকে হারাতে পারল পিএসজি। ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে বায়ার্নের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা জিইয়ে থাকল ভালো ভাবেই। আগামী বুধবার মিউনিখে হবে ফিরতি লেগ।

বোলিং ব্যর্থতায় ফের হারল মুম্বই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দুর্দশা যেন থামার নামই নিচ্ছে না। একসময় আইপিএলের সবচেয়ে সফল দল হিসেবে পরিচিত এই ফ্র্যাঞ্চাইজি চলতি মরশুমে বারবার ব্যর্থতার মুখে পড়ছে। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচেও সেই একই ছবি দেখা গেল। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেও শেষ পর্যন্ত বোলিং ব্যর্থতায় ৬ উইকেটে হার মানতে হল হার্দিক পাণ্ডিয়ার দলকে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, ২৪৩ রানের বিশাল স্কোরও রক্ষা করতে পারল না মুম্বই। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক হার্দিক। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে নামেন মুম্বইয়ের দুই ওপেনার। প্রথম উইকেটেই ৯৩ রানের জুটি গড়ে দলকে শক্ত ভিত এনে দেন উইল জ্যাকস ও রায়ান রিকলটন। জ্যাকস ৪৫ রান করে ফিরলেও অন্য প্রান্তে বিধ্বংসী ব্যাটিং চালিয়ে যান রিকলটন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাটার এদিন একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ইনিংস খেলেন। মাত্র ৫৫ বলে ১২৩ রান করে তিনি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের নজির গড়েন। তাঁর ইনিংসে ছিল চার ও ছক্কার ঝড়। পাশাপাশি মাত্র ৪৪ বলে শতরান পূর্ণ করে মুম্বইয়ের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও নিজের নামে তুলে নেন। শেষ দিকে অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াও ঝোড়ো ব্যাটিং করে ১৫ বলে ৩১ রান করেন। ফলে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৪৩ রান তোলে মুম্বই। এত বড় রান তোলার পর অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ম্যাচ কার্যত মুম্বইয়ের হাতেই। পাওয়ার প্লেতেই মুম্বই বোলারদের উপর চড়াও হন অভিষেক শর্মা ও ট্র্যাভিস হেড। অভিষেক ২৪ বলে ৪৫ রান করে আউট হলেও ততক্ষণে দলের রান অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। এরপর একাই ঝড় তোলেন ট্র্যাভিস হেড। মাত্র ৩০ বলে ৭৬ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে তিনি ম্যাচ পুরোপুরি হায়দরাবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেন। ঈশান কিষান এদিন বড় রান করতে না পারলেও তাতে কোনও সমস্যা হয়নি। য়ে একেবারেই হতাশাজনক পারফরম্যান্স দেখা যায়। ফলে ৮ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

এবার মুম্বই বধের লক্ষ্যে অস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার গোয়ার মাঠে ওড়িশা এফসিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। ইউসেফের জোড়া গোল এবং বিপিনের অনবদ্য খেলায় লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ওড়িশার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ তিন পয়েন্ট পেয়ে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো। টানা ছয় ম্যাচে অপরাজিত লাল-হলুদ ব্রিগেড। অবশ্যই আত্মবিশ্বাস জোগাবে তার দলকে, এমনটাই মনে করছেন অস্কার।

তবে গোয়ার পরিবেশ ও মাঠ যে তাদের জন্য অনুকূল ছিল না, সেই কথাও স্বীকার করে নিলেন তিনি। অস্কার যোগ করেছেন, 'আমাদের সবকিছুর সঙ্গেই মানিয়ে নিতে হবে। এই মরশুমে অনেক দলই হোম ম্যাচ পাচ্ছে না। আমাদের ক্ষেত্রে এই ম্যাচ সল্টলেকেই হওয়ার কথা ছিল। তবে নির্বাচনের কারণে গোয়ায় হল ম্যাচটি। বেশ কঠিন ম্যাচ, সল্টলেকের থেকে মাঠ একেবারেই আলাদা। এখানে আর্দ্রতাও খুব বেশি। তবে কোনও কিছু নিয়েই অভিযোগ করতে চাই না। সকলেই সূচি নিয়ে অসুবিধায় পড়ছে। খুশি যে পরিবর্ত হিসেবে নামা রশিদ, জেরি, জয়, ইউসেফ, ডেভিড খুবই ভালো খেলেছে। এবং গোলের ক্ষেত্রেও নিজেদের অবদান রেখেছে।'

পাশাপাশি তিনি বলেন, 'গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই তিন পয়েন্ট পাওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে দল অনেক ভালো খেলেছে। প্রথমার্ধে গোল পেয়ে যাওয়ার পর কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল দল। তবে সব মিলিয়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে খুব খুশি।'

এছাড়াও অস্কার আবারও মনে করিয়ে দিলেন এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের উন্নতির কথা। তিনি বলেন, ক্ষ্মআমরা ধারাবাহিক ভাবে খেলছি। এই মরশুমে কেবল দুটি ম্যাচ হেরেছি। দল অনেক ভালো খেলেছে। আরও উন্নতি করছে, আত্মবিশ্বাস আছে। গত ছয়টি ম্যাচে আমরা অপরাজিত। এরপর মুম্বই, পাঞ্জাব এবং মোহনবাগান, তিনটি কঠিন প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে হবে। এই ম্যাচগুলিই নির্ধারণ করবে লিগে আমাদের অবস্থান।ক্ষ্ম বুধবার শহরে ফিরে, বৃহস্পতিবার ছুটি দলের। সম্ভবত শুক্রবার থেকে আবারও অনুশীলনে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। আগামী ৫ মে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ২০২৬-এ
নতুন ভোরের সূচনা দেখল বঙ্গবাসী

শুভাশিস বিশ্বাস

শেষ হল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। সঙ্গে শেষ হল ২০২৬-এর বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই বছরের ভোটে নজর কেড়েছে বহু ঘটনা। যার মধ্যে সবথেকে বিতর্কিত ঘটনা নিঃসন্দেহে এসআইআর প্রক্রিয়া। পাশাপাশি এবারের নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখতে বঙ্গের মাটিতে নামানো হয়েছিল বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুধু তাই নয়, কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে এবারের নির্বাচনে না ঘটে তার জন্য নামানো হয় সাঁজোয়া গাড়িও। সব মিলিয়ে অন্যান্যবারের তুলনায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

আরও একটা ব্যাপার না বললেই নয়, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ভোট হয়েছিল ৮ দফায়। এবার ৮ থেকে দফা কমিয়ে দুই দফায় সমগ্র নির্বাচ সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দফা কমানোর দাবি জানিয়েছিলেন কমিশনে। আর সেটাই কার্যত মেনে নেয় কমিশন।

এবারের ভোটে মূলত ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক দুর্দশা, জনকল্যাণমূলক পরিষেবার উপর নির্ভরশীলতা এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী এক সুস্পষ্ট অন্তঃস্রোত। জঙ্গলমহলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকে শুরু করে রাজনৈতিকভাবে প্রতীকী নন্দীগ্রাম নির্বাচনী এলাকা পর্যন্ত এক অসন্তোষ কোথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যাকে ভারতীয় জনতা পার্টি ভোটে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে।এ দিকে থেকে বিচার করতে গেলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম জুড়ে জঙ্গলমহল অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কারণ, এখানকার অর্থনৈতিক বিষয়গুলো একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২৬-এর নির্বাচনে। তবে এটাও ঠিক এই ২৫টি বিধানসভা আসন এককভাবে ২৯৪ সদস্যের বিধানসভার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে না, তবুও এখানকার রাজনৈতিক আবহ রাজ্যের বৃহত্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতারই এক প্রতিচ্ছবি যে তুলে ধরেছে তাতে সন্দেহ নেই। খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, পুরুলিয়ায়, যেখানে বিজেপি ২০১৯ সালে প্রথম লোকসভা আসনটি জিতেছিল এবং ২০২৪ সালেও তা ধরে রেখেছিল বিজেপি। কারণ, সেখানে কর্মসংস্থান ও শিল্পক্ষেত্রের স্থবিরতার কারণেই বিজেপির উত্থান ঘটেছে। প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের শিল্প কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও, এই জেলাটি স্থানীয় কর্মসংস্থানের অভাবে ভুগছে। আর সেই কারণেই স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও জানান, ‘এই সরকার ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। পরিবর্তন দরকার। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর, ধানবাদ ও বোকারোর মতো শিল্পাঞ্চলের কেন্দ্রে থাকা সত্ত্বেও পুরুলিয়ায় কোনো শিল্প নেই।’

অর্থনৈতিক অসন্তোষ সুস্পষ্ট হলেও, তৃণমূল কংগ্রেস তার জনকল্যাণমূলক কাঠামোর ওপর, বিশেষ করে নারী ও যুবকদের লক্ষ্য করে তৈরি প্রকল্পগুলোর ওপর নির্ভরশীল। যেমন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ এবং সম্প্রতি চালু হওয়া ‘যুব সাথী’র মতো কর্মসূচিগুলো জনমোহিনী তাতে সন্দেহ নেই। এদিকে আবার টিএমসি-র নির্বাচনী ইস্তেহারে এই সুবিধাগুলো আরও প্রসারিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং জনকল্যাণকে একাধারে একটি শাসনতান্ত্রিক সাফল্য ও রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। উল্টোদিকে বিজেপি আরও আকর্ষণীয় আর্থিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সুবিধাটি মোকাবিলার চেষ্টা করেছে। তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে নারী ও বেকার যুবকদের জন্য প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা বিদ্যমান প্রকল্পগুলোর প্রদত্ত সুবিধাকে দ্বিগুণ করে দেবে। এর ফলে সব মিলিয়ে জনকল্যাণমূলক পরিষেবার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তৈরি হয়েছে এক দ্বন্দ্ব। তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অবশ্য বলছেন, ১৫ বছরের শাসনের পর এই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তবে এটাও ঠিক যে, শাসকদলের তরফ থেকে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে তাদের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের উপরই নির্ভর করছে।

তবে ২০২৬-এ সবথেকে বেশি আলোড়ন ফেলেছে ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ বা এসআইআর প্রক্রিয়া। ভারতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যে এই এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ভোটার তালিকা ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরকে ঘিরে যে পরিমাণ বিতর্ক, বিরোধ, মামলা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ হয়েছে এবং চূড়ান্ত অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে, তা নজিরবিহীন। এমনকী সুপ্রিম কোর্টকে পর্যন্ত বলতে শোনা যায়, বাকি আর কোথাও কোনও গন্ডগোল হল না। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এসআইআর নিয়ে এত সমস্যা কেন তা তাদের বোধগম্য নয়।

সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে সীমান্তবর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ‘বর্ডার ডায়নামিক্স’ এবং বছরের পর বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের পর্যায়ক্রমিক ‘ইনফ্লাক্স’ বা রাজ্যে এসে বসতি স্থাপন করার ঘটনায়। বস্তুত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের স্রোত প্রবেশ করেছে। পরে অনুপ্রবেশের ইস্যুও রাজ্যের রাজনীতিতে একটি খুব বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া কলকাতা যেহেতু বরাবরই পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় শহর ছিল, তাই আশেপাশের রাজ্যগুলো থেকে বহু মানুষ এই শহর-সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে রুটিরুজির সন্ধানে এসে স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করেছেন।আর এরা যেহেতু রাজ্যের ‘ভূমিপুত্র’ নন, তাই এই রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে নাগরিক অধিকার অর্জনের লড়াইও তাদের লড়তে হয়েছে সেখানে পা রাখার পর একেবারে প্রথম দিন থেকেই। ভোটার তালিকায় নাম থাকা না-থাকাটা এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশের কাছে আবেগ আর অধিকারের প্রশ্ন, যার সঙ্গে কোনো মূল্যেই তারা আপোস করতে প্রস্তুত নন। আর সেটা খুব সঙ্গত কারণেই। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এইএসআইআর ইস্যু নিয়ে দিল্লি পর্যন্ত তোলপাড় করতে দেখা গেছে। এরপর সুপ্রিম কোর্টে নিজে গিয়ে সওয়ালও করেন। এখানেই শেষ নয়, এসআইআর ভিক্টিম’দের নিয়ে বারবার ধরনা দিতেও দেখা যায় তাঁকে এবং এটাকেই তাঁর নির্বাচনী প্রচারের প্রধান হাতিয়ারও কেন করে তোলেন তা বোঝা শক্ত নয় মোটেই।আর গোটা প্রক্রিয়াটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে নির্বাচন কমিশন যে সফল তাও এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। ফলে এই এসআইআর জনিত বিতর্ক পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে কেরালা বা তামিলনাড়ুর তুলনায় এবারে একেবারে আলাদা করে তুলেছে। তবে ২০১১ থেকে একটা ব্যাপার বঙ্গ রাজনীতিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, ভারতের আঞ্চলিক দলগুলোর নেতানেত্রীদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষপটে দাঁড়িয়েও এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এটাও ঠিক যে সর্বভারতীয় দল কংগ্রেসকে বাদ দিলে জাতীয় স্তরেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসই।

চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৪ সালে প্রথমবার যাদবপুর আসন থেকে জিতে পার্লামেন্টে যাওয়ার পর থেকে তিনি কখনও এমপি, কখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকেছেন। টানা ৩৪ বছরের বামপন্থী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ২০১১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন, যা সমগ্র ভারতের রাজনীতিতেই ছিল একটি মাইলফলক।ভারতের অন্য বিরোধী নেতাদের তুলনায় তিনি রাজনৈতিক গুরুত্বে এখন এতটাই এগিয়ে, যে কেন্দ্রে আগামী দিনে বিজেপি-বিহীন কোনো সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিলে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর নাম বারবারই আলোচনায় আসে।কারণ, মহারাষ্ট্রের নেতা শারদ পাওয়ার অস্তমিত, তামিলনাড়ুতে এমকে স্তালিনের অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বা সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবও তাঁর সঙ্গে কোনও তুলনাতেই আসেন না। ফলে অ-কংগ্রেসি বিরোধী শিবিরের প্রধান মুখ এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এহেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু নিজেই পশ্চিমবঙ্গে টানা চতুর্থবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার লড়াইতে নেমেছেন, তার নামটাই রাজ্যে এবারের ভোটকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

রাজ্য রাজনীতিতেও তার ক্যারিশমা ও একচ্ছত্র প্রভাব এতটাই বেশি, যে বিগত বহু বছর ধরে চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তার কোনো বিকল্প মুখই তুলে ধরতে পারেনি।শুভেন্দু অধিকারী বিজেপি নেতা হয়তো তাকে একবারের জন্য কোনো বিধানসভা আসনে হারিয়েছেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপরেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও আর্থিক দুর্নীতির ভূরি ভূরি অভিযোগ উঠলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে, এমন কোনও লক্ষণ এখনও পর্যন্ত যে দেখা যাচ্ছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। ফলে এবারের ভোটেও যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী তিনিই , সেটাই রাজ্যের নির্বাচনকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

আর ২০২৬-এর নির্বাচন আরও একটা ব্যাপারে নজর কাড়ল। তা হল ভোটদানের শতাংশ। এই গরমেও দাবদাহকে উপেক্ষা করে ৯০ শতাংশ ওপর হয়েছে ভোটদান। এটা প্রমাণ করে বঙ্গের মানুষ কতটা রাজনৈতিক সচেতন। এদিকে বিরোধী শিবিরের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতির কারণে এবং নির্বাচন কমিশনের কঠোর পদক্ষেপে এবার শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পেরেছে জনগণ। উল্টোদিকে শাসকদলের দাবি, এই ভোটদান এসআইআর-এর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। বৈধ হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের নাম বাদ গেছে প্রতিটি ভোট তাঁদের পাশে থাকার প্রতীক। তবে এই দুই তত্ত্বের কোনটা ঠিক তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে ৪ মে পর্যন্ত।